প্রকাশনায়ঃ
মাকতাবাতুল মদীনা

# ফয়যানে মদীনা

**মার্চ ২০২৪**

- [illegible]
- দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত
- ইসলামী বোনদের শরয়ী মাসআলা
- রোজার [illegible] ও [illegible] এবং প্রজ্ঞাময় বাণী
- কাউকে উপহাস করবেন না
- বিবিধ



Translated by:
**Translation Department**
(Dawat-e-Islami)

# ফয়যানে মদীনা

## মার্চ ২০২৪

উপস্থাপনায় :

অনুবাদ বিভাগ

দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রকাশনায় :

মাকতাবাতুল মদীনা

দা'ওয়াতে ইসলামী

মাদানী চ্যানেল বাংলা

দেখতে থাকুন

মুফতি মুহাম্মদ কাসিম আত্তারী

# নফস ধ্বংসকারী

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝
قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ۝

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** এবং আত্মার এবং তারই, যিনি তাকে সুঠাম করেছেন।অতঃপর তার অসৎকর্ম ও তাঁর খোদাভীরুতা অন্তরে জাগিয়ে দিয়েছেন। নিশ্চয় লক্ষ্যস্থলে পৌঁছেছে, যে তাকে পবিত্র করেছে।এবং নিরাশ হয়েছে যে তাকে পাপের মধ্যে আচ্ছন্ন করেছে।

(পারা ৩০, আশ শামস, আয়াত ৭-১০)

তাফসীর: আল্লাহ পাক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, শরীর ও আত্মার সংমিশ্রন বানিয়েছেন, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গুন দান করেছেন, ন্যায় অন্যায় বোঝার ক্ষমতা দান করেছেন। তিনি মানুষের অন্তরে ভালো এবং মন্দের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছেন, ভালো ও মন্দ বোঝার এবং গ্রহণ করার ক্ষমতা দিয়েছেন। এ সকল বিষয় উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। যার ব্যাখ্যা হলো: আত্মার এবং সেই সত্তার শপৎ যিনি তাকে সুঠাম করেছেন এবং তাকে অসীম ক্ষমতা দান করেছেন। যেমন: বলা, শোনা ও দেখার শক্তি দান করেছেন, চিন্তা-ভাবনা করার জ্ঞান ও বোঝার ক্ষমতা দান করেছেন। অতঃপর তার অন্তরে অবাধ্যতা ও বাধ্যতার মধ্যে পার্থক্য করার বোধশক্তি দান করেছেন।

ভালো-মন্দ, নেকি-গুনাহ বোঝার শক্তি ও ক্ষমতা দান করেছেন। এই শক্তি ও ক্ষমতা খাটিয়ে যে তার নফসকে মন্দ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে, নিশ্চয়ই সেই সফলতা অর্জন করতে পারবে। আর যে পাপের অন্ধকারে নিজের নফসকে আড়াল করে পাপে জর্জরিত হবে সেই ব্যর্থ হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন তিলাওয়াত করে এ আয়াতে পৌঁছাতেন তখন থেমে যেতেন, আর এরশাদ করতেন:

اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِیْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَیْرُ مَنْ زَكَّاهَا اَنْتَ وَلِیُّهَا وَمَوْلَاهَا"

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমার নফসকে তাকওয়া দান করুন এবং নফসকে পবিত্র করে দিন। সুতরাং, আপনি সর্বোত্তম পরিশুদ্ধকারী আপনি আমার অভিভাবক ও সাহায্যকারী। (মুজামুল কবীর, ১১/৮৭, হাদিস: ১১১৯১, মুসনদে শিহাব, ২/৩৩৮, হাদিস: ১৪৮১)

নফসই মানুষের ওই শত্রু যার শত্রুতা শয়তানের চেয়েও ভয়ানক। বরং নফস তো সেই বস্তু যা শয়তানকে পথভ্রষ্ট করেছিল।নফসের আকাঙ্খা সীমাহীন ও অসংখ্য। আর সেই সীমাহীন অসংখ্য কামনা-বাসনা এক পর্যায়ে সীমালংঘনে পৌঁছে যায়। আর তখন সেই বান্দা তার নফসের আকাঙ্খা মোতাবেক প্রতিটি কাজ করে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। এমন লোকেদের পরিণতি এরূপ হয় যে, তাদের হৃদয়, কান, ও চোখ পর্দায় আবৃত থাকে। যার ফলে তারা হেদায়েত এবং নসিহত গ্রহণ করতে পারে না এবং সঠিক রাস্তা খুঁজে পায় না। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়টিকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে

اَفَرَءَیۡتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰـهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰی عِلۡمٍ وَّخَتَمَ عَلٰی سَمۡعِهٖ وَقَلۡبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰی بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ؕ فَمَنۡ یَّهۡدِیۡهِ مِنۡۢ بَعۡدِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوۡنَ ﴿۲۳﴾

অনুবাদঃ ভালো, দেখোতো!ওই ব্যক্তি, যে আপন খেয়াল খুশিকে আপন খোদা স্থীর করে নিয়েছে, এবং আল্লাহ তাকে জ্ঞান গুণ সহকারেই পথভ্রষ্ট করেছেন এবং তার কান ও হৃদয়ের উপর মোহর করে দিয়েছেন, এবং তার চক্ষুদয়ের উপর পর্দা স্থাপন করেছেন।সুতরাং আল্লাহর পর তাকে কে পথ দেখাবে? তবে কি তোমরা ধ্যান করছোনা? (২৫, আল-জাসিয়াহ: ২৩)

নফসের এমন ধ্বংসাত্মক কর্মের কারণে আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে বারবার বান্দাকে সতর্ক করেছেন। এমনকি তিনি হযরত ইউসুফ عَلَیۡہِ السَّلَام -এর ভাষায় এই বাস্তবতা এইভাবেই শিক্ষা দিয়েছেন

وَمَاۤ اُبَرِّئُ نَفۡسِیۡ ۚ اِنَّ النَّفۡسَ لَاَمَّارَةٌۢ بِالسُّوۡٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّیۡ ؕ اِنَّ رَبِّیۡ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ ﴿۵۳﴾

অনুবাদঃ এবং আমি নিজেকে নির্দোষ বলছিনা। নিশ্চয়ই নফসতো মন্দ কাজের বড় নির্দেশদাতা, কিন্তু যার প্রতি আমার রবের দয়া রয়েছে নিশ্চয়ই আমার রব ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

(পারা ১৩, ইউসুফ, আয়াত: ৫৩)

যে নফস মন্দকে দাওয়াত দেয় তাকে বলা হয়'নফস-ই-আম্মারা'। নাফসে আম্মারার সবচেয়ে

বড় অস্ত্র হল "আকাঙ্খার ফাঁদ", যেটাতে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে এমন সব পাপাচারের বন্দী হয় যে, সে তা থেকে বের হওয়ার চেষ্টাও করে না। এমতাবস্থায় না আল্লাহর স্বরণ থাকে, না আখিরাতের। এ কারণেই আল্লাহ পাক নফসের ধ্বংসাত্মকের কথা বর্ণনা করেছেন এবং বারবার নফসের অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেছেন:

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

অনুবাদ: আর নফসের ইচ্ছার অনুসরণ করো না যা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয়ই ওই সব লোক যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি কারণ তারা হিসাবের দিনের কথা ভুলে গেছে।

বরং সেই সকল লোক থেকেও দূরে থাকার আদেশ দিয়েছেন যারা নিজ নফসের আনুগত্য করে আল্লাহ পাককে ভুলে বসেছে। তাই আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন

وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ﴿۲۸﴾

অনুবাদ: আর তার কথা মানবেন না যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে অমনোযোগি করে দিয়েছি, এবং সে তার নিজের আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করেছে এবং সে তার কাজে সীমালংঘন করেছে। (১৫, আল কাহাফ: ২৮)।

নবীয়ে রহমত শাফিয়ে উম্মত صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নফসকে ধ্বংসকারী বস্তু সমূহের মধ্যে গণ্য করেছেন। যেমনটি তিনি বলেছেন: তিনটি জিনিস ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় (১) সেই কৃপণতা যার আনুগত্য করা হয়। (২) নফসের সেই আকাঙ্খা যা অনুসরণ করা হয় (৩) নিজেকে অপরের চেয়ে বড় মনে করা। (শুয়াবুল ঈমান, ১/৪৭১, হাদিস: ৭৪৫)

একটি বরকতময় হাদিসে মহানবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মানুষের আকাঙ্খা এবং গুণাবলী এত খোলামেলাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যা কোনোজ্ঞানী ব্যক্তির জন্য এই একটি হাদিসই নফসের অনিষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য যথেষ্ট। রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন আল্লাহ যখন জান্নাত সৃষ্টি করলেন, তখন তিনি হযরত জিবরাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) কে বললেন: যাও এবং দেখ, তিনি গেলেন এবং আল্লাহ পাক জান্নাতীদের জন্য যে নেয়ামত প্রস্তুত করেছেন, তিনি তা দেখেন অতঃপর এসে বল্লেন "হে রব, আপনার ইজ্জতের শপৎ, যে ব্যক্তি (এটি সম্পর্কে) শুনবে সে এতে প্রবেশ করবে (অর্থাৎ সে অবশ্যই এতে প্রবেশ করার চেষ্টা করবে)।" অতঃপর আল্লাহ পাক জান্নাতকে কষ্টের চাদরে ঢেকে দেন (অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশের জন্য শরীয়তের আহকাম সহ্য করতে হবে) অতঃপর আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: "হে জিবরাঈল, যাও এবং জান্নাতকে দেখে এসো।" তিনি গিয়ে জান্নাতকে দেখলেন,

তারপর এসে বললেন: হে রব, আপনার ইজ্জতের শপৎ আমি আশঙ্কা করছি যে, কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" অতঃপর আল্লাহ যখন আগুন (জাহান্নাম) সৃষ্টি করলেন, তখন বললেন: "হে জিবরাঈল, যাও এবং জাহান্নামকে দেখে এসো।" তিনি গিয়ে জাহান্নামকে দেখলেন, তারপর এসে বললেন: "হে রব, আপনার ইজ্জতের শপৎ, যে কেউ এটি সম্পর্কে শুনবে সে এতে প্রবেশ করবে না (অর্থাৎ এটিকে এড়িয়ে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করবে)। আল্লাহ জাহান্নামকে আনন্দের চাদর দিয়ে ঘিরে রেখেছেন (অর্থাৎ সে নফসের অবৈধ আনন্দে পড়ে যাবে এবং সে জাহান্নামে যাবে), অতঃপর আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: হে জিবরাঈল, জাহান্নামকে দেখে এসো। তিনি গিয়ে জাহান্নাম দেখে এসে বল্লেন, "হে রব, আপনার ইজ্জতের শপৎ, আমি আশঙ্কা করছি যে, জাহান্নামে প্রবেশ ব্যতীত কেউ থাকবে না।"

**(আবু দাউদ, ৪/৩১২, হাদিস: ৪৭৪৪)**

হাদিসের শিক্ষা হলো, আল্লাহ পাক জান্নাতের মতো মহান জায়গায় প্রবেশ আকাঙ্খা পরিহার করার শর্ত এবং জাহান্নাম থেকে নাজাত পরিত্রাণের ক্ষেত্রে কামনা-বাসনা থেকে বাঁচার শর্তকে যুক্ত করেছেন। অতএব আল্লাহর দরবারে সফলতা অর্জনের জন্য নিজের নফসকে অন্যায়ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে। পক্ষান্তরে আকাঙ্খাগুলিকে সংযত না করতে পারলে ধ্বংস ও ব্যর্থতায় হবে চূড়ান্ত ফলাফল। আল্লাহ পাক অন্যত্র এক জায়গায় এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন:

فَاَمَّا مَنْ طَغٰىۙ(۳۷) وَ اٰثَرَ الْحَیٰوةَ الدُّنْیَاۙ(۳۸) فَاِنَّ الْجَحِیْمَ هِیَ الْمَاْوٰىؕ(۳۹) وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰىۙ(۴۰) فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَاْوٰىؕ(۴۱)

অনুবাদ: অতএব, যে ব্যক্তি অবাধ্যতা করেছে এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে নিঃসন্দেহে জাহান্নামই তার ঠিকানা এবং সেই ব্যক্তি যে তার পালনকর্তার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং কামনা-বাসনা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে, তবে নিশ্চয়ই জান্নাতই তার ঠিকানা। **(পারা ৩০, আন নাযিয়াত: ৩৭ থেকে ৪১)** অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিদ্রোহী হয়ে গেছে, অবাধ্য হয়ে সীমালংঘন করেছে, আখেরাতের জীবনের চেয়ে দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং নিজের আকাঙ্খার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে, নিঃসন্দেহে জাহান্নাম তার ঠিকানা। যে ব্যক্তি তার রবের সামনে কিয়ামত দিবসে দন্ডয়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং স্বীয় নফসকে হারাম কামনা থেকে বিরত রেখেছে, তবে জান্নাত সেই ব্যক্তির ঠিকানা।

## কিভাবে নিজের নফসকে গুনাহ থেকে বিরত রাখা যায়

উপরোক্ত আয়াতে থেকে এটাও জানা গেলো যে, নফসকে গুনাহ থেকে পরিশুদ্ধ করার একটাই উপায় আর তা হলো 'মুজাহিদাহ' অর্থাৎ নফসের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। নফসের অধিকাংশ আকাঙ্খাই খারাপ, সেগুলি থেকে নফসকে সংযত রাখা এবং নফসকে এতটাই সংযত করা যেন নফস গুনাহ থেকে বিরত থাকে এবং রাসূলুল্লাহ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর আনুগত্য ও অনুসরণে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া। এর দ্বারাই ঈমান পরিপূর্ণ হবে এবং এর দ্বারা পরকালে সফলতা পাওয়া যাবে। সরকারে-দো, আলম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তার আকাঙ্খা আমি যা নিয়ে এসেছি (দ্বীন) তার অধীনস্থ হবে। (শারহুস সুন্নাহ, ১/৮৫, হাদিস: ১০৪) এবং আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন:

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿۵۲﴾

অনুবাদ: আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহকে ভয়করে এবং তাঁর অবাধ্য হওয়াকে ভয়করে, তারাই সফলকাম।

(পারা ১৮, আন-নূর: ৫২)

নফস নিয়ন্ত্রণের একটি কার্যকরী উপায় হলো ইবাদতের ধারাবাহিকতা। নফসকে নিয়ন্ত্রন এবং তার উপর বিজয়ী হওয়ার অনেক পদ্ধতি রয়েছে যে, নফস নামায, রোজা, যাকাত ইত্যাদি থেকে পালায়ন করে। আর যখন ইচ্ছা শক্তিকে ব্যবহার করে ইবাদতের ধারাবাহিক হওয়া যাবে তখন নফস কাবু হয়ে অনুগত হয়ে যাবে। এই জন্য নফসকে কাবু করার জন্য আমাদেরকে বেশি থেকে বেশি পরিমাণে ইবাদত করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের অধিকহারে ইবাদত করার পাশাপাশি কামনা-বাসনা থেকে বিরত থাকার এবং কুরআন ও হাদিসের নির্দেশ মেনে চলার তৌফিক দান করুক, আমীন।

# মুফতী আহমাদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাণী সমূহ

**বিলাল হুসাইন আত্তারী**

তাফসিরে নুরুল ইরফান, তাফসিরে নঈমী, মিরআতুল মানাজিহ ও জাআল হক্ব সহ আরও বেশ কিছু প্রসিদ্ধ ও প্রখ্যাত কিতাবের লেখক হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। ১৩১৪ হিজরির শাওয়াল উল মুকাররম মাসে বাদায়ুনে (ইউপি, ভারত) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রচলিত মাদরাসা শিক্ষা সমাপ্ত করার পর প্রথমে ভারতে এবং পরে পাকিস্তানে অধ্যাপনা, ফাতওয়া প্রদান ও কিতাবাদি রচনার মতো বিভিন্ন দ্বীনি সেবায় নিয়োজিত থেকে তিনি তাঁর জীবন অতিবাহিত করেন। বাদায়ুনে উদিত এই সূর্যটি ৩রা রমযান ১৩৯১ হিজরি, ১৯৭১ সালের ২৪শে অক্টোবর পাকিস্তানের গুজরাটে অস্তমিত হয়। আর গুজরাটেই তাঁর মাযার অবস্থিত।

এই প্রবন্ধে তাঁর "ইসলামী জীবন" কিতাব থেকে কিছু উপদেশ বাছাই করে তুলে ধরা হয়েছে। আশা করি এগুলো প্রত্যেকের ব্যক্তি জীবনে কাজে আসবে। সুতরাং এই উপদেশমালা নিজেও পড়ুন এবং অপরের সাথেও তা শেয়ার করুন।

(১) (রমযান মাসে) দিনের বেলায় লোকসম্মুখে পানাহারের গুনাহ তো আছেই, তবে এটি একটি নির্লজ্জতাও বটে। অতীতে হিন্দু সহ অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরাও রমযান মাসে বাজারে পানাহার এড়িয়ে চলতো। এটা পূর্বে সকলের কাছেই আদবের মাস ছিল, কেননা মুসলমানরা এতে সিয়াম সাধনা করে। কিন্তু মুসলমানরা নিজেরাই যখন এ মাসকে আদব করা ছেড়ে দিল, তখন অন্যদের ব্যাপারে আর কীসের অভিযোগ।

(২) ঈদের দিনও অন্যান্য দিনের ন্যায় ইবাদতের দিন। অথচ মুসলমানরা এ দিনটিতে বিশেষভাবে গুনাহ ও বেহায়াপনাও জড়িয়ে পড়ে। হিসাব করলে দেখা যাবে মুসলমানরাও সিনেমা,

থিয়েটার ও অন্যান্য অবৈধ বিনোদনের জন্য প্রতিদিন হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে। তাদের এই অর্থ অর্থ যদি সঞ্চয় করে কোনো জাতীয় কাজে ব্যয় করা হয়, তাহলে গরিবরাও স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করবে এবং মুসলমানদের পুরানো ঐতিহ্যও ফিরে আসবে। মোটকথা ঈদের দিন এ ধরনের কাজ করা গুনাহ তো বটেই, সঙ্গে আর্থিক ক্ষতিও রয়েছে।

(৩) অপব্যয় রোধ করে বেঁচে যাওয়া অর্থ আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী এতিমখানা ও দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে দান করা উচিত। বিশ্বাস করুন, মুসলিম জাতি হিসাবে আমরা তখনই সমৃদ্ধি লাভ করতে পারব, যখন গোটা জাতি স্বচ্ছল, দক্ষ ও পরহেযগার জাতিতে পরিণত হবে। আপনি যদি ঈদের দিনকে কেন্দ্র করে হরেক রকম কাপড় দিয়ে আপনার সন্তানের আলমারি বোঝাই করে দেন আর অপরদিকে কোনো মুসলমানের সন্তান ঈদের দিন রাস্তায় ভিক্ষা করে, তাহলে বুঝবেন এই ঈদ মুসলিম জাতির নয়। আল্লাহ পাক মুসলিম জাতিকে প্রকৃত আনন্দের সাথে ঈদ উদযাপন করার তৈফিক দান করুন।

(৪) একজন মুসলমান পরিপূর্ণ ঈমানদার তখনই হয় যখন সে বাহ্যিকভাবেও মুসলমান হয় এবং আত্মিকভাবেও মুসলমান হয়। অর্থাৎ ইসলামের রঙ তার গায়ে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যা তার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দুটোকেই রঙিন করে দেয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যের চেতনা তার অন্তরে তরঙ্গ সৃষ্টি করে এবং হৃদয়ে ঈমানের প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়। তার বাহ্যিক অবস্থা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পছন্দনীয় অবস্থায় পরিণত হয়।

(৫) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বড় গোঁফ অপছন্দ করতেন। পৃথিবীতে অসংখ্য নবী রাসূল এসেছেন, কিন্তু তাঁদের কেউ কখনও দাড়ি মুণ্ডন করেননি এবং গোঁফ লম্বা রাখেননি। অতএব দাড়ি শুধু আমাদের নবী নয় বরং সকল নবীর সুন্নাত।

(৬) খাদ্য ও বস্ত্র অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং কাফেরদের ন্যায় যদি পোশাক পরিধান করা হয়, কিংবা কাফেরদের আকৃতি ও সংস্কৃত ধারণ করা হয়, তবে অবশ্যই কাফেরদের প্রতি ভালবাসা ও মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ অন্তরে তৈরি হবে। অতঃপর এই জিনিসটি একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধিতে রূপ নিবে। এজন্যই পবিত্র হাদিসে সাবধান করা হয়েছেঃ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিজাতিদের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদেরই দলভুক্ত হিসাবে গণ্য হবে।

(৭) আমরা ইসলামী রাষ্ট্র ও নববী রাজত্বের গোলাম। আমাদের জন্য জীবন-যাপনের পৃথক রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে। যদি লাখও অমুসলিমের মাঝে কোনো মুসলমান দাঁড়ায় তখনও বুঝা যাবে যে, প্রিয় নবীর গোলাম দাঁড়িয়ে আছে।

(৮) দাড়ি রাখার মাঝে অসংখ্য উপকারিতা রয়েছে। দাড়ি পুরুষের মুখমন্ডলের শোভা ও

চেহারার নূর। যেমনিভাবে লম্বা চুল, চোখের পাপড়ি ও ভ্রু নারীদের সুন্দর্য বৃদ্ধি করে। অনুরূপভাবে দাড়ি ও বাবরি চুল পুরুষদের সুন্দর্য বৃদ্ধি করে। সুতরাং কোনো নারী যদি চুল মুণ্ডিয়ে ফেলে কিংবা পাপড়ি ও ভ্রু তুলে ফেলে, তবে তাকে যেমন কুৎসিত দেখাবে, অনুরূপ কোনো পুরুষ যদি দাড়ি মুণ্ডিয়ে নেয় তখন তাকেও কুৎসিত দেখায়।

(৯) মানুষের সম্মান জামা-কাপড়ের মধ্যে নয় বরং পোশাকের সম্মান মানুষের মধ্যে। আপনার মধ্যে যদি কোনো দর্শনীয় গুণ থাকে কিংবা আপনি যদি কোনো মননশীল উন্নত ব্যক্তি হয়ে থাকেন তাহলে সর্বক্ষেত্রে আপনার সম্মান করা হবে। পক্ষান্তরে আপনি যত দামি ও উন্নত পোশাকই পরিধান করেন না কেন, আপনি যদি গুণ শূন্য হয়ে থাকেন, তাহলে কেউ আপনাকে সম্মান করবে না।

(১০) নফস যেমন দেহের উপর রাজত্ব করে প্রতিটি অঙ্গতে তার ইচ্ছানুসারে পরিচালনা করে, তদ্রুপ আপনিও প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-কে আত্মার শাসনকর্তা হিসাবে নির্বাচিত করুন। এতে করে নফসের লাগাম টেনে রাখা যাবে এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর ইচ্ছানুযায়ী প্রতিটি কাজ করতে সে বাধ্য হবে। আর এরই নাম হলো সুফিবাদ। এটি হাকিকত, মারেফাত ও তরিকতের উৎস।

(১১) সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আনন্দে নফল নামাযজ আদায় করা ও দান খয়রাত করা অবশ্যই সাওয়াবের কাজ। কিন্তু বংশ ও আভিজাত্যের মান রক্ষার্থে মিষ্টি বিতরণ করা একেবারেই বৃথা।

(১২) ডোম উত্তরাধিকারী (গান বাজনা করে উপার্জনকারী) ব্যক্তিদের দান খয়রাত করা জায়িয নয়। এর মাধ্যমে দ্বারা তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো মানে তাদেরকে গুনাহের প্রতি উৎসাহিত করা।

(১৩) মুসলিম জাতির ধ্বংসের কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম প্রধান একটি কারণ হলো যুবকদের বেকারত্বতা ও সন্তানদের নির্লজ্জ হওয়া। পাকিস্তানের মুসলমানদের উপর ব্যয় অনেক বেশি তবে আয় করার উৎস খুবই সীমিত বরং কিছু ক্ষেত্রে না বললেই চলে। বিশ্বাস করুন, এই বেকারত্বের পরিণামই হচ্ছে দারিদ্রতা। আর দারিদ্রতার পরিণাম হলো ঋণ আর ঋণের পরিণাম হলো অপমান ও লাঞ্ছনা। বরং আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে অসচ্ছলতা ও দারিদ্রতা হলো জাতীয় অসংখ্য সমস্যার মূল। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ভিক্ষা, লুটতরাজ ও জালিয়াতির মতো অপরাধ হলো দারিদ্রতার শাখা-প্রশাখা। আর জেল ও ফাঁসি হলো এর ফলাফল।

(১৪) মুসলমানদের উচিত বেকারত্বের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসা। আর এর জন্য প্রধান করণীয় কাজ হলো: সন্তানদের লাগামহীন ছেড়ে না দেয়া ও যুবশক্তিকে কাজে লাগানো। অন্যান্য প্রগতিশীল যে সকল জাতি রয়েছে, তাদের থেকে শিক্ষা নেয়া। অমুসলিমদের ছোট ছোট শিশুরাও

হয়তো স্কুল কলেজে পড়ছে নয়তো কোনো কাজ করছে। আর মুসলমানদের ছেলেদের দেখা যায়, কেউ ঘুড়ি উড়িয়ে দিন পার করছে, কেউ আবার ফুটবল খেলে। অমুসলিম যুবক ছেলেরা হয়তো বড় কোনো অফিসের কর্মকর্তা নয়তো বড় কোনো ব্যবসায় নিয়োজিত। আর মুসলিম যুবকদের কেউ হয়তো ফ্যাশনেবল ও বিলাসবহুল বেকার জীবন পার করছে, আবার কেউ হয়তো ভিক্ষা করছে।

(১৫) সাহাবায়ে কিরাম শুধু মসজিদে এসে জামাতের সাথে নামাজিই পড়তেন না। বরং তাঁরা যুদ্ধের ময়দানে সাহসী যোদ্ধা, কোর্টে বিচারপতি ও বাজারের বড় ব্যবসায়ীও ছিলেন। মোটকথা: নববী মাদরাসায় তাঁরা এত উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছিলেন যে, তাঁরা মসজিদে ফেরেশতার ন্যায় থাকতেন আর মসজিদের বাইরে সুশৃংখল জীবনের প্রতিচ্ছবি ছিলেন।

(১৬) প্রত্যেক ব্যক্তিরই উচিত তার সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যবসা কর। আল্লাহ পাক প্রত্যেককে পৃথক পৃথক কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কেউ শস্যক্ষেত করবে, কেউ কাপড় তৈরি করবে, কেউ আবার সেই কাপড়ের ব্যবসা করবে। তছাড়া ব্যবসা করার পূর্বে অবশ্যই ভালোভাবে ভেবে দেখবেন যে, কোন ধরনের ব্যবসা আপনার জন্য লাভজনক হবে।

# দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত

*মুফতি মুহাম্মদ হাসিম খান আত্তারী মাদানী*

**মুফতি মুহাম্মদ হাসিম খান আত্তারী মাদানী**

## একাধারে রোযা রাখার মান্নত করে সেগুলো আলাদা আলাদ রাখা কেমন?

প্রশ্ন: শরীয়তের সম্মানিত উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে কী বলেন যে, আমি আমার পিতার সুস্থতার জন্য একাধারে ১১টি রোজা রাখার মান্নত করেছিলাম। এখন اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার বাবা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। আমি সেই রোজাগুলো পৃথকভাবে রাখতে চাই, আমার জন্য কি এটা করা জায়িয হবে?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে একাধারে কেউ যদি রোজা রাখার মান্নত করে, তবে পৃথক পৃথক রোজা রেখে সেই মান্নত পূরণ করলে তা যথেষ্ট হবে না। কারণ এতে করে মান্নত পূরণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সুতরাং জিজ্ঞাসিত ক্ষেত্রে যেহেতু আপনি ১১টি রোজা একাধারে রাখার মান্নত করেছেন, সেহেতু আপনার জন্য সেগুলো পৃথকভাবে রাখা ঠিক হবে না।

وَاللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## স্যোশাল প্ল্যাটফর্ম ভিডিওতে লাইক দিয়ে উপার্জিত আয়

প্রশ্ন: শরীয়তের সম্মানিত উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে কী বলেন যে, কিছু কোম্পানি/ অনলাইন ওয়েবসাইট বিভিন্ন প্যাকেজ বিক্রি করে, প্রতিটি প্যাকেজের মূল্য ও আয় আলাদা। প্যাকেজ কেনার পর তারা সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপে কিছু কাজ করতে দেয় যেমন: ইউটিউব ভিডিও লাইক করা, ফেসবুক পোস্ট লাইক করা, ইনস্টাগ্রামের পোস্ট লাইক করা ইত্যাদি। আর এসব কাজের বিনিময়ে তারা প্রতিদিন নির্দিষ্ট একটি অর্থও প্রদান করে এবং কাউকে এই কাজে

যোগদান করালে এর বোনাসও প্রদান করে। এ ধরনের অনলাইন উপার্জন কি বৈধ?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

জিজ্ঞাসিত পন্থায় উপার্জিত অর্থ হারাম নাজায়িয। কেননা এতে বেশ কিছু শরয়ী ত্রুটি ও অবৈধ বিষয় রয়েছে। যার বিবরণ নিম্নরূপ:

### ঘুষ:

প্যাকেজ কেনার জন্য যে পর্থ প্রদান করা হয় তা হলো ঘুষ। কারণ সেই টাকার বিনিময়ে কোনো বস্তু ক্রয় করা হয় না, বরং সেই অনলাইন ভিত্তিক কোম্পানিতে শুধুমাত্র কাজ করার সুযোগ পাওয়া যায়। সহজভাবে বলতে গেলে অর্থ প্রদানকারী কোম্পানিতে শুধু চাকরি পেতে টাকা দিচ্ছে। সুতরাং চাকরি কিংবা কাজ পাওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষকে কিছু দেয়া শরয়ীতের দৃষ্টিতে তা ঘুষ। আর ঘুষ দেয়া বা নেয়া উভয়টাই নাজায়িয ও হারাম।

### অবৈধ ইজারা (চুক্তি)

ভিডিও ও পোস্টে লাইক দেয়া শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এমন কোনো কাজ নয় যার জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়া (অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে কাজের চুক্তি করা) ঠিক হবে। বরং এটি একটি অবৈধ চুক্তি। কারণ চুক্তিবদ্ধ হওয়া শুধু সেই ধরনের উদ্দেশ্যমূলক সুবিধা ও কাজের জন্য বৈধ, যা অর্থের বিনিময়ে গ্রহণ করা সমাজে প্রচলিত আছে। সুতরাং ভিডিও ও পোস্ট লাইক করার কাজ সমাজে কোনো প্রচলন নেই। আর শরয়ীতে কোনো কাজের প্রচলন তখনই গণ্য হয় যখন বিভিন্ন দেশের বহু মানুষ এতে জড়িত থাকে।

### গুনাহের কাজে উৎসাহিত করা:

যেহেতু এটি একটি অবৈধ কাজ, সেহেতু অপরকে এতে যোগদান করানো এবং এর বিনিময়ে বোনাস গ্রহণ করাও নাজায়িয। কাউকে অবৈধ কাজে উৎসাহিত করা এবং এর জন্য দিক-নির্দেশনা প্রদান করাও অবৈধ ও গুনাহের কাজ। আর সেই গুনাহের কাজে বোনাসের নামে মজুরি নেয়াও গুনাহ। এমনকি যদি উক্ত কোম্পানিতে কাজ করা জায়িযও হতো, তবুও শুধুমাত্র কাউকে যোগদানের জন্য মজুরি নেয়া জায়িয হতো না। কারণ মজুরি শ্রমসাধ্য কাজের বিনিময়ে গ্রহণ করা জায়িয, শুধু কাউকে উপদেশ ও উৎসাহ দেয়ার জন্য নয়।

وَاللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## মাদরাসায় রোজার কাফফারা আদায়ের জন্য খাবার দেয়া কেমন?

প্রশ্ন: শরীয়তের সম্মানিত উলামায়ে কিরাম ও মুফতিগণ এ ব্যাপারে কী বলবেন যে, রোজার কাফফারা আদায়ের জন্য ব্যক্তিদের খাওয়াতে চাইলে কি ৬০ জন শরয়ী ফকিরকেই খাওয়াতে হবে নাকি সুন্নি মাদরাসার ছাত্রদের খাইয়ে দিলেও হয়ে যাবে?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

রোজার কাফফারায় ৬০ জন মিসকিনকে (অর্থাৎ শরয়ী ফকিরকে) দিনে দু'বার পেট ভরে খাওয়ানো আবশ্যক। এখন সেই খাবার ৬০ জন শরয়ী ফকিরকে খাওয়ানো হোক কিংবা মাদরাসার ছাত্রদের মধ্য থেকে ৬০ জন শরয়ী ফকিরকে

খাওয়ানো হোক, উভয় ক্ষেত্রেই কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। তবে এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া উচিত যে, যাকাত ও ফিতরার ন্যায় রোজার কাফফারা হিসাবে প্রদানকৃত খাদ্যে ফকিরকে মালিক বানানো আবশ্যক নয়। আর এর জন্য হিলারও প্রয়োজন নেই। বরং কোনো মাদরাসায় যদি খাবার দেয়া হয় আর ৬০ জন শরয়ী ফকির সেই খাবার খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে যায়, তাহলে কাফফারা আদায় হয়ে যাবে।

وَاللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## ঋণ স্বরূপ প্রদানকৃত অর্থ যাকাতের নিয়তে ক্ষমা করা?

প্রশ্ন: শরীয়তের সম্মানিত মুফতিগণ এ ব্যাপারে কী বলেন যে, যায়েদ আমরকে ২ লাখ টাকা ঋণ স্বরূপ দিয়েছিল। কিন্তু আমর সেই টাকা পরিশোধ করতে অক্ষম এবং সে শরয়ী ফকিরও বটে এবং সৈয়দ বা হাশেমিও নয়। এক্ষেত্রে যায়েদ যাকাত প্রদানের শর্তে তার ঋণ ক্ষমা করে দিলে তাতে যাকাত আদায় হবে নাকি না?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

যদি যায়েদ আমরের ঋণ ক্ষমা করে দেয়, তাহলে ঋণ ক্ষমা করা তো জায়িয আছে। তবে তাতে যায়েদের সম্পদের যাকাত আদায় হবে না। কারণ ঋণ ক্ষমা করা এক অর্থে নিজের অধিকার রহিত করা এবং অন্য অর্থে টাকার মালিক বানানোও বটে। আর যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে তমলিকে ফকির (অর্থাৎ ফকিরকে মালিক বানানো) শর্ত। অবশ্য যায়েদ যদি চায় যেন যাকাতও পরিশোধ হয়ে যায় এবং আমরের ঋণও ক্ষমা হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে দেখতে হবে আমর যাকাতের হকদার কিনা। যদি হকদার হয় তাহলে সঠিক পন্থা হলো, যাকাত আদায়ের নিয়তে যায়েদ নিজ থেকে আমরকে টাকা প্রদান করবে, অতঃপর আমর থেকে সেই টাকা ঋণ পরিশোধ স্বরূপ সে ফিরিয়ে নিবে।

وَاللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুকে রমযানের রোজা রাখানো কেমন?

প্রশ্ন: শরীয়তের মহিমান্বিত আলিমগণ এ ব্যাপারে কী বলবেন যে, অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুকে রমযান মাস রোজা রাখানোর শরয়ী বিধান কী?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর উপর রোজা রাখা ফরজ নয়। যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে বা মেয়ে সাত বছর বয়সে উপনীত হয় এবং রোজা রাখার সামর্থ্য রাখে, সেক্ষেত্রে সেই ছেলে কিংবা মেয়েকে রোজা রাখানো অভিভাবকের ওপর আবশ্যক। আর দশ বছর বয়সে উপনীত হলে রোজা রাখার সামর্থ্য থাকলে অভিভাবকের জন্য আবশ্যক হলো: রোজার ব্যাপারে কঠোরতা প্রদর্শন করা এবং না রাখলে শাস্তি প্রদান করা। যেমনিভাবে সাত বছরের শিশুকে নামাজ পড়তে আদেশ করা এবং দশ বছর বয়সে উপনীত হলে নামাজের ব্যাপারে কঠোরতা প্রদর্শন করা ও নামাজ না পড়লে শাস্তি প্রদান করা অভিভাবকের ওপর আবশ্যক। কেননা সঠিক মতানুসারে রোজার বিধানও নামাজের মতোই। وَاللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

# ইসলামী বোনদের শরয়ী মাসায়েল

মুফতি মোহাম্মদ হাশিম খান আত্তারী মাদানী

শরীয়তের সম্মানিত আলেমগণ এ মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, যদি কোনো মহিলার ইস্তেহাজার রোগ থাকে আর সেই রোগের কারণে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার কারণে এবং রুকু-সিজদায় নত হওয়ার কারণে রক্ত বের হয়। পক্ষান্তরে বসে ইশারায় নামাজ পড়লে রক্ত আসে না। সুতরাং এমতাবস্থায়সেই ইসলামী বোনের জন্য শরয়ী বিধান কী?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তরঃ এমন প্রত্যেক পদ্ধতি যার দ্বারা অপারগ ব্যক্তির অপারগতা চলে যায় অথবা কম হয়, তা অবলম্বন করা অপারগ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব। সুতরাং জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের ক্ষেত্রে সেই মহিলার উপর ওয়াজিব হলো, বসে ইশারায় নামাজ পড়া। আর এভাবে পড়ার কারণে সে শরয়ী অপারগতা থেকে বেরিয়ে যাবে।

এই মাসআলার ফিকহী তাৎপর্যতা হলো: যেভাবে অপারগতা ব্যতীত কেয়াম, রুকু ও সিজদা ছাড়া নামাজ হয়না, অনুরূপভাবে অপারগতা ব্যতীত অযুবিহীন নামাজ পড়লেও নামাজ হবে না। তবে পবিত্র শরীয়ত বিশেষ কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সিজদা ও কিয়াম বর্জন করার অনুমতি দিয়েছে। যেমন: নফল নামাজ আদায়কারী বসে অথবা বাহনের উপর ইশারায় নামাজ পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে অযুবিহীন নামাজ পড়ার কোনো অবস্থাতেই ছাড় নেই। সুতরাং এ থেকে বুঝা যায়, কিয়াম ও সিজদা বর্জন করা, অযুবিহীন নামাজ পড়ার চেয়ে হালকা ও দুর্বল বিধান।

আর শরীয়তের উসুল হচ্ছে, যখন কোনো বান্দা দুটি মাসআলার সম্মুখীন হবে, সেক্ষেত্রে তার জন্য বিধান হলো, তার মধ্য থেকে দুর্বলটাকে গ্রহণ করা।

وَاللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সম্মানিত শরীয়তের আলিম ও মুফতিগণ এ ব্যাপারে কি বলেন যে, হাতির দাঁত দিয়ে তৈরীকৃত অলংকার মহিলাদের ব্যবহার করা কেমন?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তর: মহিলাদের জন্য হাতির দাঁত দিয়ে তৈরীকৃত অলংকার ব্যবহার করা জায়েয। হাদিসে মুবারকাই নবী করীম ﷺকর্তৃক হাতির দাঁত দিয়ে চিরুনী ব্যবহার করার প্রমাণ রয়েছে। এমনিভাবে অসংখ্য হাদিসের কিতাব সমূহে এই রেওয়ায়েত বিদ্যমান রয়েছে যে, নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বীয় আজাদকৃত গোলাম সাওবান رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ -কে নিজ শাহাজাদী হযরত ফাতেমা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا -এর জন্য হাতির দাঁত দিয়ে তৈরীকৃত চিরুনী কিনে আনার জন্য হুকুম দেন।

তাছাড়া এক্ষেত্রে ফিকহি সমাধান হলো: আমাদের পবিত্র শরীয়ত মৃত বস্তুকে হারাম ও নাজায়েয বলে ঘোষণা করেছে। আর নিঃসন্দেহে মৃত বস্তু সেই জিনিসকে বলা হয়, যার মধ্যে পূর্বে প্রাণ ছিল। সুতরাং যেহেতু প্রাণীদের সেই সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেগুলোর মধ্যে রক্ত থাকে না সেগুলোর মধ্যে প্রাণও থাকে না, কাজেই এগুলোকে মৃতও বলা যাবে না। এছাড়াও মৃত বস্তুকে আমাদের পবিত্র শরীয়ত এজন্য হারাম করেছে, কেননা এগুলোর মধ্যে প্রবাহিত রক্ত ও অপবিত্র তরল পদার্থ থাকে। এগুলো সত্তাগত ভাবে নাপাক নয়। সুতরাং যেহেতু হাড় ও দাঁত ইত্যাদির মধ্যে এ ধরনের কোন কিছু থাকে না, সেহেতু এগুলোর বিধানও মৃত বস্তুর ন্যায় হবে না।

وَاللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

# রোজার

## শিক্ষাগত ও কার্যত এবং প্রজ্ঞাময় বার্তা

*নাসির জামাল আত্তারী মাদানী*

পবিত্র হাদিস অনুসারে, রমজান মাস হলো সকল মাসের সর্দার। (মুজামুল কবীর, ৯/২০৫, হাদিস: ৯০০০) এই মাসে প্রধান চারটি আসমানি গ্রন্থ (তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল, এবং কুরআন) নাযিল হয়। (মুসনদে আহমদ, ৬/ ৪৪, হাদিস: ১৬৯৮১, মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, ১৫/৫২৮, হাদিস: ৩০৮১৭) এ মাসে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অঝোর ধারায় যে নেয়ামত, রহমত ও বরকত বর্ষিত হয়, সেই বিষয়টি অবর্ণনীয়। এই বরকতময় মাসটি আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহের পাশাপাশি অসংখ্য বার্তার ভান্ডার নিজের মধ্যে ধারণ করে রেখেছে।

সূরা বাকারার ১৮৩ নম্বর আয়াত অনুযায়ী, পূর্ববর্তী উম্মতের ওপর যেভাবে রোজা ফরজ ছিল, অনুরূপভাবে আমাদের ওপরও ফরজ করা হয়েছে। অন্যান্য ইবাদতের মতো আল্লাহ পাক রোজার মধ্যেও অনেক বাস্তব সম্মত প্রজ্ঞাময় বিশ্লেষণের বিভিন্ন দিক রেখেছেন। যদি আমরা চিন্তা-ভাবনা করি, তাহলে সেই দিকগুলো বার্তা আকারে আমাদের সামনে আসবে, যা বুঝার পর বান্দা আরও আগ্রহের সাথে রোজা রাখার চেষ্টা করবে। এছাড়াও রোজার মাধ্যমে আমাদের অসংখ্য শিক্ষণীয় বার্তা প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং আসুন, বরকতময় রমজান মাসে বিদ্যমান জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও উপকারিতাসমূহ অনুসন্ধান করি, যাতে আরও একনিষ্ঠতার সাথে রমজানের রোজা রাখতে পারি এবং রোজা রাখার আগ্রহ এতটাই বাড়ে যেন ফরজ রোজার পাশাপাশি নফল রোজা রাখার ক্ষেত্রেও শয়তান কোনো রকম প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে না পারে।

(১) রোজার কিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে এবং এর মধ্যে একটি টাইম ম্যানেজমেন্টও রয়েছে। যেমন: নির্দিষ্ট একটি সময়ে সাহরীর জন্য আমাদের উঠতে হয়, নির্দিষ্ট একটি সময়ে রোজা ভঙ্গ করতে হয়। সেই সাথে খাওয়া-দাওয়া এবং বৈবাহিক সম্পর্ক থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি সময়মতো ফরজ ও ওয়াজিব আমলসমূহ করা এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাও রোজার নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত। পুরো মাসব্যাপী এই নিয়মগুলি অনুসরণ করা আমাদেরকে নির্দিষ্ট কাজ নির্দিষ্ট সময় করার জন্য বার্তা দেয়, যা আমাদের স্পষ্টভাবে বলে দেয় যে, টাইম ম্যানেজমেন্ট ও নীতিমালা অনুসরণ করা একজন পরিপূর্ণ মুসলমানের পক্ষে খুবই সহজ। আমরা যদি এই বার্তাটি বুঝতে সক্ষম হই তবে আমরা আমাদের কাজও সময়মতো করতে সক্ষম হবো। নিয়ম-নীতি জীবনে শৃঙ্খলা বয়ে আনে, পক্ষান্তরে অনিয়ম মানুষকে বিশৃঙ্খলার দিকে ঠেলে দেয়। আর নিয়মনীতির উপর আমল করে জীবনকে সহজতর বানানো যায়।

(২) রোজা আমাদের রিয়া থেকে বেঁচে আল্লাহর সন্তুষ্টি কীভাবে অর্জন করা যায়, সেই বিষয়টি শেখায়। তাই বুখারি শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেছেন: নামাজ হলো নির্দিষ্ট শর্তসহ নির্দিষ্ট আকৃতিতে, নির্দিষ্ট কিছু রুকন আদায় করার নাম। যা দেখে প্রত্যেকে বুঝতে পারে যে, অমুক ব্যক্তি নামাজ পড়ছে, আর অনুরূপ বিষয় হজ্বের ক্ষেত্রেও। বরং এর জন্য সফর করা, ঘরের বাইরে অবস্থান করা এবং সকলের সামনে তা আদায় করায় সবাই বুঝে যায় যে, এই ব্যক্তি হজ্ব পালন করছে। যাকাত গরীব-দুঃখীকে প্রদান করা হয় এবং এর মাধ্যমে কেউ না কেউ জেনেই যায়। কিন্তু রোজা এমন একটি ইবাদত যাতে এমন কোনো কাজ নেই যে মানুষ জানতে পারে। তাছাড়া নির্জনে এমন অনেক সুযোগ পাওয়া যায়, যদি কেউ খেয়ে নেয় তাহলে কেউ তা জানবে না। এজন্য অন্যান্য ইবাদতের ন্যায় রোজার মধ্যে রিয়া এতটা প্রবেশ করতে পারে না। যখন মানুষ রোজা রাখে, তখন সে শুধু মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই রাখে। এটাকেই বলা হয়েছে: রোজা আমার জন্য. আর এর প্রতিদান আমি দেবো। বাদশাহ কাউকে কিছু প্রদান করলে সে তার শান অনুযায়ী প্রদান করে। আর যদি তা তাঁর কোনো পছন্দনীয় কাজের বিনিময়ে হয়, তাহলে সেই পুরুস্কারটি কেমন হবে, তা কে অনুমান করতে পারে। (নুযহাতুল কারী, ৩/২৮৪)

এক্ষেত্রে রোজার বার্তা হলো, শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে নিজের সব কাজ করতে থাকা। তাহলে দেখা যাবে, সামনে পাহাড়ের মতো কষ্টগুলোও খড়কুটোর মতো সামান্য জিনিস মনে হবে।

(৩) রোজার সম্পূর্ণ সময়সূচী আমাদের ধৈর্যধারণ করতে শেখায়। আমরা যদি ভেবে দেখি তাহলে দেখব আমাদের অনেক সমস্যার কারণ আমাদের অধৈর্যতা। আমরা যদি রোজা থেকে অর্জিত ধৈর্যের কথা মনে রাখি এবং ধাপে ধাপে

তা বাস্তবায়ন করি তবে আমাদের জীবন সহজ হয়ে যাবে।

(৪) রোজা আমাদের তাকওয়া অনুশীলনের সর্বোত্তম সুযোগ করে দেয়। বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা মাহমুদ আহমাদ রিজভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেছেন: রমজানের রোজা পালনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক রোজাদারের জন্য এও জরুরি যে, খাদ্য-পানীয়ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম ও লেনদেন সহ অন্যান্য সকল বিষয়ে তাকওয়া অবলম্বন করা। যেমনটি لعلكم تتقون দ্বারা বুঝানো হয়েছে। রোজা অবস্থায় হাত-পা কোনো খারাপ কাজে ব্যবহার করা যাবে না। গাল-মন্দ ও পরনিন্দার মতো গুনাহ যেন মুখে উচ্চারিত না হয়, আর না কানে শুনে, চোখ শরয়ী বিরোধী কোনো বস্তুর দিকে তাকাবে না। বরং রোজাদার তাকওয়ার বাস্তব উদাহরণ হয়ে যাবে। এসব বিধি-নিষেধ ও শর্তসমূহ মেনে রোজা রাখলে রমজানের রোজার পাশাপাশি তার মধ্যে তাকওয়া ও পরহেযগারিতাও তৈরি হবে। (দ্বীন-ই-মুস্তফা, পৃ: ৩১১)

(৫) সাধারণত গুনাহের প্রধান কারণ হলো আনন্দ উপভোগ, আর রোজা আমাদের বৈধ-অবৈধ সব আনন্দ ত্যাগ করতে শেখায়। সুতরাং আমরা যদি এটিকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারি, তবে আমরা গুনাহের রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে যাবো।

আমরা যদি রোজা থেকে এসব উপকার পেতে চাই, তাহলে আমাদেরকে রোজা রাখার নিয়ম, রোজার উপকারিতা ও রোজার সাওয়াব সম্পর্কে অবশ্যই জ্ঞান রাখতে হবে। আল্লাহ পাক আমাদের রোজা রাখার তৌফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

# রমযানুল মোবারকের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

| তারিখ/ মাস/ সন | নাম/ ঘটনা | আরো অধ্যয়নের জন্য পড়ুন |
|---|---|---|
| ১ রমযান, ৪৭১ হিজরী | হযরত গাউসুল আযম শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ র বেলাদত দিবস। | মাসিক ফয়যানে মদীনা রবিউল আখির ১৪৩৮হি: - ১৪৪৫ হি: এবং বই গাউসে পাক কি হালত |
| ৩ রমযানুল মোবারক, ১১ হিজরী | খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا র ওফাত দিবস। | মাসিক ফয়যানে মদীনা রমযানুল মোবারক ১৪৩৮ হি: - ১৪৪০হি: এবং বই শানে খাতুনে জান্নাত |
| ১০ রমযানুল মোবারক, ১০ নববী সন | উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদিজা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا র ওফাত দিবস। | মাসিক ফয়যানে মদীনা রমযানুল মোবারক ১৪৩৮ হি: - ১৪৪০ হি: এবং বই ফয়যানে খাদিজাতুল কুবরা |
| ১৫ রমযানুল মোবারক, ৩য় হিজরী | প্রিয় নবীর দৌহিত্র হযরত ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ র বেলাদত দিবস | মাসিক ফয়যানে মদীনা রমযানুল মোবারক ১৪৩৮হি:, রবিউল আউয়াল ১৪৪১হি: এবং পুস্তিকা ইমাম হাসানের ৩০টি ঘটনাবলী |
| ১৭ রমযানুল মোবারক, ২য় হিজরী | বদর দিবস বা শোহাদায়ে বদর দিবস | মাসিক ফয়যানে মদীনা রমযানুল মোবারক ১৪৩৮ হি: ও ১৪৩৯ হি: এবং বই সিরাতে মোস্তফা,: ২০৯" পৃষ্ঠা |
| ১৭ রমযানুল মোবারক, ৫৭/৫৮ হিজরী | উম্মুল মুমিনীন হযরত মা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا র ওফাত দিবস | মাসিক ফয়যানে মদীনা রমযানুল মোবারক ১৪৩৮হি: - ১৪৪০হি: এবং বই ফয়যানে আয়েশা সিদ্দিকা |
| ২০ রমযানুল মোবারক, ৮ম হিজরী | মক্কা বিজয় | মাসিক ফয়যানে মদীনা রমযানুল মোবারক ১৪৪০ হি: এবং বই সিরাতে মোস্তফা, ৪১১ পৃষ্ঠা |
| ২১ রমযানুল মোবারক, ৪০ হিজরী | ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ র শাহাদাত দিবস | মাসিক ফয়যানে মদীনা রবিউল আখির ১৪৩৮হি থেকে ১৪৪৪ হি এবং বই কারামাতে শেরে খোদা" |
| ২২ রমযানুল মোবারক, ১৩২৬ হিজরী | আলা হযরতের ভাই, মাওলানা হাসান রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ র ওফাত দিবস | মাসিক ফয়যানে মদীনা রবিউল আখির ১৪৩৮হি: - ১৪৩৯ হি: |
| রমযানুল মোবারক, ২য় হিজরী | শাহজাদিয়ে রাসূল হযরত রুকাইয়্যা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا র ওফাত দিবস। | মাসিক ফয়যানে মদীনা রমযানুল মোবারক ১৪৩৮হি: এবং বই সিরাতে মোস্তফা: ৬৯৪ পৃষ্ঠা |

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষণ করুন এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

"মাসিক ফয়যানে মদীনা" সংখ্যা দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনে বিদ্যমান আছে।

এই টাইটেলে সার্চ করবেন।....."শানে খাতুনে জান্নাত", "ফয়যানে আয়েশা সিদ্দিকা", "কারামাতে শেরে খোদা", "ফয়যানে খাদিজাতুল কুবরা", "ফয়যানে রমযান" রমযান কেইসে গুযারে?

ব্যবসায়ীরা

# i gRvb kix¶d

## কর্মচারীদের প্রতি অনুগ্রহ করুন!

মাওলানা সৈয়্যদ ইমরান আখতার আত্তারী মাদানী

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার শা'বানের শেষ দিনে লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিতে গিয়ে প্রথমে রমজানের মহত্ব ও বরকত বর্ণনা করেন। অতঃপর ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক এই মাসের রোজা ফরজ করেছেন এবং রাতের কিয়ামকে নফল হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন, রমজান মাসে নফলের সওয়াব ফরজ আদায়ের সমতুল্য এবং ফরজ আদায়ের সওয়াব ৭০টি ফরজ আদায়ের সমতুল্য।ওই খুতবায় তিনি রমযান মাসকে ধৈর্যধারন করার এবং একে অপরের প্রতি সহমর্মিতার মাস হিসেবে আখ্যায়িত করেন। আর পরিশেষে তিনি মালিকদেরকে ক্রীতদাসদের জন্য সুযোগ-সুবিধা ও সহজিকরনের ব্যাপারে উৎসাহিত করতে গিয়ে ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি তার ক্রীতদাসদের ছাড় দেবে, আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে দেবেন এবং তাকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দান করবেন।

(সহীহ ইবনে খুযাইমা, ৩/১৯১, হাদিসঃ ১৮৮৭)

হাদিসে পাকে উল্লেখিত উপদেশের আলোকে কর্মচারী ও মালিকদের কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে জানা খুবই আবশ্যক:

(১) পবিত্র রমজান মাসে রোজা রাখা প্রত্যেক বিবেকবান ও প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের উপর ফরজ। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৩/৩৮৩) অতএব, কেউ যদি দুর্বল হয়, বা চাকুরিজীবী কিংবা শ্রমিক হয়, তবে তার উচিত স্বীয় আমলি স্পৃহা ও ঈমানি চেতনাকে শীতল হতে না দেওয়া। আর এও মনে রাখা উচিত, একজন প্রকৃত মুমিন কখনও উদাসীন ও অলস হতে পারে না। বরং রমজান মাসে সে শারীরিক ও আধ্যাত্মিকভাবে আরও বেশি সক্রিয় ও উদ্যমী হয়ে থাকে। একজন মুমিন নামাজ, রোজা ও অন্যান্য ইবাদতে পার্থিব বিষয়াদিকে না কখনও প্রতিবন্ধক মনে করে, আর না অর্থনৈতিক অভাবকে ইবাদতে অমনোযোগী হওয়ার কারণ হিসাবে জানে। তাই কাজের ক্লান্তি থাকা সত্ত্বেও সে এজন্য রোজা রাখে যে, আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রমজান মাসকে দৈর্যের মাস বলে অভিহিত করেছেন এবং এই মুবারক মাসে ইবাদতের সওয়াবও বহুগুণে বেড়ে যাওয়ার ব্যাপারে সুসংবাদ প্রদান করেছেন। যদিও দুর্বল বা শ্রমজীবী হওয়ার

কারণে রোজা রাখা আমাদের জন্য কষ্টকর, তবে মনে রাখতে হবে, এর পুরস্কারও কিন্তু অধিক।

(৩) এই পবিত্র হাদিসে সাধারণভাবে সকলের জন্য এবং বিশেষ করে মালিকদের জন্য এই নির্দেশনা রয়েছে যে, রমজান মাস হলো সহানুভূতির মাস। আর রমজান মাসের সাথে সহানুভূতি প্রদর্শনের অত্যন্ত জোরালো একটি সামঞ্জস্যতাও কিন্তু এ হাদিসে রয়েছে। যেমন: হাদিসে পাকে বলা হয়েছে, মালিকরা যেন তাদের ক্রীতদাসদের ছাড় দিয়ে ইবাদত করার সুযোগ-সুবিধা করে দেয়। যদিও দাস-দাসী এ যুগে নেই, তবে শ্রমিক, কারিগর, চালক, বিভিন্ন পদে নিযুক্ত কর্মচারী এখনও কিন্তু রয়েছে। আর তারা কোনো না কোনো মালিক, কর্মকর্তা কিংবা অফিস প্রধানের অধীনে থেকে তাদের সেবায় ব্যস্ত সময় পার করে। এ সকল লোকেরা শীত, গ্রীষ্ম, শরৎ, বসন্ত, সুখ-দুঃখ, সুস্থ-অসুস্থ সর্বাবস্থায়, এমনকি রমজান মাসে রোজা অবস্থায়ও তারা তাদের কর্মে ব্যস্ত থাকে। তারপরও অনেক মনে করে, তারা হয়তো ক্লান্ত বোধ করে না এবং তাদের বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না। এমনটা মোটেও না! এই দরিদ্র মানুষগুলোও ক্লান্ত হয় এবং তাদেরও বিশ্রাম নিতে মন চায়, কিন্তু তাদের ঘরোয়া ও অর্থনৈতিক চাহিদা তাদেরকে এভাবে অক্লান্ত বিশ্রামহীন পরিশ্রম করতে বাধ্য করে। আর সেই পরিশ্রমটা সুস্থ অবস্থায় হোক কিংবা অসুস্থ অবস্থায়, সাধারণ দিনে হোক কিংবা রোজা অবস্থায়, সর্বাবস্থায় তা সমান। সুতরাং মালিক, সর্দার ও উপরস্থ কর্মকর্তাদের উচিত, ইসলামী শিক্ষা ও মানবতার খাতিরে হলেও তাদের কষ্টটা একটু অনুধাবন করা এবং বিশেষ করে রমজান মাসে তাদের প্রতি সহমর্মিতা দেখানো, নম্র হওয়া, সহানুভূতি প্রদর্শন করা। এছাড়া নিজেদেরও রোজা রাখা এবং এই গরীব লোকদের রোজার কথাও বিবেচনা করা। সুতরাং কাজ কিংবা কাজের প্রকৃতি ও কাজের সময়কাল কমিয়ে তাদের থেকে দোয়া নিন এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যে সুসংবাদ প্রদান করেছেন কাজের অধীনস্থদের ছাড় প্রদানকারীদের ব্যাপারে, এর হকদার হয়ে যান। আর নিজেকে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হিসেবে পরিণত করুন। হাদিসে পাকে রয়েছে: সকল সৃষ্টিজগৎ আল্লাহর পরিবার, আর আল্লাহ পাকের সবচেয়ে প্রিয়বান্দা সে, যে তার পরিবারের সর্বাধিক উপকার করে।

**(মুজামুল কবীর, ১০/৮৬, হাদিস: ১০০৩৩)**

মা-বাবা আপন সন্তান দ্বারা, স্বামী তার স্ত্রী দ্বারা এবং ঘরের সদস্যদের স্বীয় মা-বোনদের দ্বারা কাজ করানোর ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন খেদমত নেওয়ার ক্ষেত্রে যতটুকু সম্ভব এ বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখুন এবং কাজ স্বল্প করে দিন।

আল্লাহ আমাদেরকে রমজানের বরকত দান করুন এবং আমাদের কর্মচারী ও অধীনস্থদের কাজ-কর্মে ছাড় দিয়ে ইবাদতে সুযোগ-সুবিধা তৈরি করার তৌফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم !

(১) দেখুন: সহীহ ইবনে-ই-খুজাইমাহ, ৩/১৯১, হাদীস: ১৮৮৭ (২) দুররে মুখতার ওয়া রদ্দুল মুহতার, ৩/৩৮৩ (৩) মু'জাম আল-কবীর, ১০/৮৬, হাদীস: ১০০৩৩ ।

# ইসলাম ও শিক্ষা

মাওলানা আব্দুল আজিজ আত্তারী মাদানী

## (১) সবার জন্য শিক্ষা

শুরুতে শিক্ষার নিয়ম নীতি কোন নির্দিষ্ট জায়গায় ও সীমাবদ্ধ পরিসরে হতো। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কার্যকলাপ এবং অনন্য পরিবেশের কারণে এটি আরো উন্নত করা হয়। এটাকে আরো প্রসারিত করতে এবং বিভিন্ন লোকদের এই সিষ্টেমের অংশীদার বানানোর জন্য মুশাওয়ারাত কমিটি ও পরিচালনার বিষয়াদী সুবিন্যস্ত করা হয় যার জন্য সর্বোত্তম সিলেবাস, অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলি এবং সেই নিয়ম নীতিকে ভালোভাবে চালানো ও পরিচালনার জন্য বিভিন্ন লোকের প্রয়োজন হয়। আর তাদেরকে বিভিন্ন দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচিত করা হয়। নিয়ম নীতির পরিপক্ষতার জন্য কোন ব্যাক্তিকে অধিক দায়িত্বও দেওয়া যেতে পারে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কাঠামোকে উন্নত করার লক্ষ্যে ছাত্রদেরকে বিভিন্ন ক্লাসে বন্টন করা যেতে পারে এবং সকল প্রকারের রেকর্ড প্রস্তুত করে দলিল আকারে সংরক্ষণ করা হয়।

**ব্যক্তিগত শিক্ষা:** হযরত শিহাব কুরশি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে হুযুর পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সম্পূর্ণ কুরআনে করীম শিক্ষা দিয়েছেন। পরবর্তীতে হামছ এর সাধারণ লোকেরা তাঁর কাছ থেকে কুরআনে করীম পড়তেন। (মারিফাতুস সাহাবা, ৩/১৯, হাদীস: ৩৭৬০) হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হুযুর পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم থেকে সূরা বাকারার তাফসীর ১২ বছর পড়েন। (শুয়াবুল ঈমান,২/৩৩১, সংখ্যা: ১৯৫৭)

**সম্মিলিত শিক্ষা:** একবার হযরত আবু তালহা আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হুযুর পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে দেখলেন যে, আসহাবে সুফ্ফাদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুরআনে করীম শিক্ষা দিচ্ছেন এবং ক্ষুধার কারণে পেটে পাথর বেঁধে রেখেছেন যাতে কোমর সোজা থাকে। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ১/৪১৯, সংখ্যা: ১২০৮)

**সবার জন্য শিক্ষা:** মানুষের সব সময় জ্ঞান অন্বেষনে থাকা উচিত এবং সারা জীবন জ্ঞান অর্জনের জন্য চেষ্টা করা উচিত, এটা কোন সময়, জায়গা ও বয়সের সাথে নির্দিষ্ট নয় বরং শিশু, বৃদ্ধ, নারী পুরুষ এবং পঙ্গু সবাই অর্জন করতে পারে, তবে শৈশবের ইলম মনে গেঁথে যায় আর পরবর্তীতে অনেক সময় ভুলে যায় কিন্ত ইলম সবার অর্জন করা উচিত।

**শিশুদের শিক্ষা:** কোন পিতা তার সন্তানকে আদব শিখানোর চেয়ে সর্বোত্তম কোন উপহার দেয়নি। (তিরমীযি, ৩/৩৮৩,হাদীস: ১৯৫৯)

নয় বছর বয়সে শিক্ষা গ্রহণ করা এমন যেনো পাথরের উপর নকশা করা আর বৃদ্ধ অবস্থায় শিক্ষা গ্রহণ করা এমন যেনো পানির উপর নকশা করা। (জামে বয়ানিল ইলমি ওয়া ফদ্বলিহি, ১১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৭৮)

**নারীদের শিক্ষা:** প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সপ্তাহে মহিলাদের জন্য দিন ও জায়গা নির্ধারণ করতেন এবং তাদেরকে শিক্ষা দিতেন। (বুখারী, ৪/৫১১, হাদীস: ৭৩১০) তিনি সূরা বাকারার শেষ আয়াত মহিলাদের শিক্ষা দিতেন। (দারামী, ২/৫৪২,হাদীস: ৩৩৯০)

**প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা:** বৃদ্ধ লোকেরা যুবকদের থেকে ইলম অর্জন করতে লজ্জা বোধ করো না।

(জামে বয়ানিল ইলমি ও ফদ্বলিহি, ১২১ পৃষ্ঠা, হাদিস: ৩৯৬)

**ফ্রি শিক্ষা, এমনকি বেতনও:** ইলম অর্জন করার জন্য ধারাবাহিক পরিশ্রম, চেষ্টা এবং খরচেরও প্রয়োজন হয়। খুব কম লোক তাদের উদ্দেশ্য সাধনে সফলকাম হয় যেটার একটা মৌলিক কারণ হলো শিক্ষার বেতন থাকার ফলে নিঃস্ব ও গরীব লোকেরা বঞ্চিত থেকে যায়। তাদের সকল রঙিন স্বপ্ন ও আশা চূর্নবিচুর্ণ হয়ে যায়, সুতরাং তাদের শিক্ষা ফ্রী হওয়া উচিত অথবা যতসামান্য মূল্যে হওয়া যাতে প্রতিটি লোক এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে এমনকি তাদের জন্য বেতনেরও ব্যবস্থা করা উচিত যাতে অন্যান্য লোকদের মতো তারাও আনন্দে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

**ছাত্রদের খরচ ও সহ্য :** হযরত সায়্যিদুনা ওয়ারদান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তায়েফ থেকে আসলেন তখন হুযুর পূরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে হযরত আব্বান বিন সাঈদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ 'র দায়িত্বে দিলেন যাতে তাঁর খরচের দায়িত্ব নেন এবং তাঁকে কুরআনে পাকের শিক্ষা দেন। (কিতাবুল মাগাযী, ৩/৯৩২)

**মানুষের মাঝে ইলম অর্জনের আগ্রহ সৃষ্টি করুন :** হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর কতিপয় গভর্ণরদের লিখলেন যে, মানুষ কুরআনে পাক শিখলে তাদেরকে বেতন দিন অতঃপর তাঁরা এমনটাই করলেন, অতঃপর তাঁরা লিখলেন যে, এখন কুরআনে পাক শিখতে লোকদের আগ্রহ এমন ভাবে বেড়েছে যাদের পূর্বে কখনো এমন আগ্রহ ছিলো না।

(কানযুল উম্মাল, ২য় অংশ, ১/১৪৬, হাদীস : ৪১৭৫)

## যোগ্যতা অনুসারে শিখার উৎসাহ

**সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করুন:** প্রত্যেক ব্যক্তি জন্মগত ভাবে শিক্ষা, বিষয়, ব্যবসা বানিজ্য ইত্যাদির প্রতি আগ্রহ রাখে এবং সেটার প্রতি তার আন্তরিক ভাবে আগ্রহটাও বেশি থাকে, যদি এই বিষয়ে তাকে সামনে অগ্রসর হতে সুযোগ দেওয়া হয় তবে সে অনেক কিছু করতে পারে কিন্তু যদি অন্য কোন বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে যায় তবে না মানসিক ভাবে সন্তুষ্ট হবে আর না তার খুব বেশি উপকার হবে, অতএব তার জন্মগত ভাবে আগ্রহটা অন্বেষণ করা উচিত কার কি পড়া উচিত আর কি শিখা উচিত।

**শিক্ষার মাধ্যমে কাকে সজ্জিত করবে:** হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: উপযুক্ত ব্যক্তিদের ইলম শিক্ষা দেয়া থেকে বিরত রেখে তাদের উপর জুলুম করোনা এবং অযোগ্যদের হিকমত শিখিয়ে তার উপর জুলুম করো না। (তাফসীরে কুরতুবী, ১/১৪১) অযোগ্যদের ইলম শিক্ষা দেওয়া শুকরের গলায় হীরা, মুক্ত ও স্বর্ণের হার ঝুলানোর মতোই। (ইবনে মাজাহ, ১/১৪৬, হাদীস: ২২৪)

**বিভিন্ন ভাষা শিখুন:** পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষাভাষীর লোক বসবাস করে। এই কারণে তাদেরকে ইলমের মাধ্যমে সুসজ্জিত করতে তাদের ভাষা শিখা জরুরী। অতঃপর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত যায়েদ বিন সাবেত رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে সুরিয়ানী ভাষা শিখার হুকুম দিয়েছেন অতএব তিনি অর্ধ মাসের পূর্বেই শিখে নিলেন। যখন হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইয়াহুদীদের চিঠি লিখতে বলতেন তখন আমি লিখতাম আর ইয়াহুদীরা কিছু লিখলে তখন আমি তাদের চিঠি পড়তাম। (তিরমিযী, ৪/৩২৮, হাদীস: ২৭২৪)

## শিক্ষার নিয়ম নীতি ভালো ও মজবুত করার উদ্যোগ

**শিক্ষিত লোকদের নিয়োগ:** হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হুকুম দিলেন যে, তিনি যেনো মদীনায়ে তৈয়্যেবায় লোকদেরকে লিখা শিখান কারণ তিনি ভালো লেখক ছিলেন। (আল ইস্তিয়াব, ৩/৫২) হযরত উবাদা বিন সামেত বলেন: আমি আসহাবে সুফ্ফাদের কতিপয় ব্যক্তিকে কুরআনে পাক পড়া ও লিখা শিখিয়েছিলাম। (আবু দাউদ, ৩/৩৬২,হাদীস: ৩৪১৬)

## যোগ্যতা সম্পন্ন লোককে দায়িত্ব দেওয়া

হযরত মাসউদ বিন ওয়ায়েল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র দরবারে আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! আপনি আমার সম্প্রদায়ের প্রতি কোন ব্যক্তিকে প্রেরণ করুন যে তাদের মাঝে ইসলামের প্রচার প্রসার করবে, তখন হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে একটি ফরমান লিখে দিলেন এবং তাঁকে হুকুম দিলেন তিনি যেনো স্বয়ং নিজেই তাঁর গোত্রের মাঝে দাওয়াতের কাজ করে। (মারিফতুস সাহাবা, ৪/২৪৮, হাদীস: ৬১৮৭)

## অল্প বয়স কিন্তু যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকের নিয়োগ

হযরত আমর বিন হাযম আনসারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নাজরানের জন্য নির্বাচিত করেন যাতে তিনি নাজরান বাসীদের দ্বীন শিখান, কুরআনে পাকের শিক্ষা দেন এবং সদকা সংগ্রহ করেন তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো সতোরো বছর। (আল ইস্তিয়াব, ৩/২৫৭)

# মাদানী মুযাকারার প্রশ্নোত্তর

## (১) রোযা ও তারাবীহ

**প্রশ্নঃ** যে রোযা রাখেনা সেও কি তারাবীহ পড়বে?

**উওরঃ** জ্বী, হ্যাঁ! প্রত্যেক মুসলমান নারী পুরুষের জন্য তারাবীহ পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। (বাহারে শরীয়ত, ১/৬৮৮) কিন্তু রোযা রাখা ফরজ। যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা না রাখে তবে বড় গোনাহগার হবে কিন্তু তার জন্যও তারাবীহ পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। এমনিভাবে যদি কেউ শরয়ী অক্ষমতার কারণে রোযা রাখতে না পারে তখনো তার জন্য তারাবীহ পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। (মাদানী মুযাকারা, ৪ রমযানুল মোবারক, ১৪৪৪ হিজরী)

## (২) তারাবীর নামাযে সুন্নাতের নিয়্যত করবে নাকি নফলের?

**প্রশ্নঃ** তারাবীর নামাযে সুন্নাতের নিয়্যত করবে নাকি নফলের?

**উওরঃ** তারাবীহ পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। (বাহারে শরীয়ত, ১/৬৮৮) সুতরাং এতে সুন্নাতের নিয়্যত করবে।

(মাদানী মুযাকারা, ৭ রমযানুল মোবারক, ১৪৪৪ হিজরী)

## (৩) তারাবীর তাসবীহ মুখস্থ না থাকলে তখন কি পড়বে?

**প্রশ্নঃ** চার রাকাত তারাবীর পর তারাবীর তাসবীহ পড়াটা কি জরুরি? যদি কারো মুখস্থ না থাকে তবে অন্য কোন দোয়া ইত্যাদি পড়তে পারবে?

**উওরঃ** এই তাসবীহ পড়াটা জরুরী নয়, কালেমা বা দরূদ শরীফ ইত্যাদিও পড়তে পারবে। চুপ থাকলেও কোনো গুনাহ হবে না। এছাড়া চার রাকাত তারাবীর পর বসাটা মুস্তাহাব, যদি কেউ না বসে তবে গুনাহ হবে না। (বাহারে শরীয়ত, ১/৬৯০)

(মাদানী মুযাকারা, ৪ রমযানুল মোবারক, ১৪৪৪ হিজরী)

## (৪) ইশারের ফরযের পূর্বে তারাবীহ পড়াটা কেমন?

**প্রশ্নঃ** যদি কেউ তারাবীহর সময় আসে তবে সে প্রথমে ইশারের ফরয পড়বে নাকি ডাইরেক্ট তারাবীর নামাযে শামিল হয়ে যাবে?

**উওরঃ** প্রথমে ইশারের ফরয ও দুই সুন্নাত ইত্যাদি আদায় করে নিন এরপর তারাবীহ পড়ুন। ইশারের ফরযের পূর্বে তারাবীহ পড়া যাবে না।

(মাদানী মুযাকারা, ৬ রমযানুল মোবারক, ১৪৪৪ হিজরী)

## (৫) মহিলাদের আট বা দশ রাকাত তারাবীহ পড়া কেমন?

**প্রশ্নঃ** মহিলারা কি আট বা দশ রাকাত তারাবীহ পড়তে পারবে?

**উওরঃ** নারী ও পুরুষ উভয়কে ২০ রাকাত তারাবীহ পড়ার হুকুম দেয়া রয়েছে। (বাহারে শরীয়ত, ১/৬৮৮, (মাদানী মুযাকারা, ৬ রমযানুল মোবারক, ১৪৪৪ হিজরী)

## (৬) নিজের মেয়েকে সদকায়ে ফিতর দেওয়া কেমন?

**প্রশ্নঃ** বাবা কি নিজের মেয়েকে সদকায়ে ফিতর দিতে পারবে?

**উওরঃ** দিতে পারবে না। (

মাদানী মুযাকারা, ৬ রমযানুল মোবারক, ১৪৪৪ হিজরী)

## (৭) অক্ষম ব্যক্তির মসজিদে বাইতে ইতিকাফ করা কেমন?

**প্রশ্নঃ** অক্ষম ব্যক্তি কি মসজিদে বাইতে ইতিকাফ করতে পারবে?

**উওরঃ** না! পুরুষ মসজিদে বাইতে ইতিকাফ করতে পারবে না, মসজিদে বাইতে শুধুমাত্র মহিলারা ইতিকাফ করবে।

( মাদানী মুযাকারা, ৬ রমযানুল মোবারক, ১৪৪৪ হিজরী)

## (৮) শাশুড়ি থেকে পর্দা করা কেমন?

**প্রশ্নঃ** কন্যার স্বামী (জামাতা) কি নিজের শাশুড়ি থেকে পর্দা করবে?

**উওরঃ** কন্যার স্বামী (জামাতা) আর শাশুড়ির মাঝে পর্দা নেই অনুরূপ ভাবে ছেলের স্ত্রী আর শাশুরের মাঝে পর্দা নেই কিন্তু উওম হলো শাশুড়ি তার জামাতা থেকে আর ছেলের স্ত্রী তার শাশুর থেকে পর্দা করা, পর্দার মাঝেই নিরাপদ।

(মাদানী মুযাকারা, ৬ রমযানুল মোবারক, ১৪৪৪ হিজরী)

## (৯) চুপিচাপি ক্বেরাতের নামাযে মুক্তাদি কখন আমিন বলবে?

**প্রশ্নঃ** কখনো কখনো চুপিচাপি নামাযে (অর্থাৎ ঐ নামায যেটাতে ইমাম সাহেব উঁচু আওয়াজে তিলাওয়াত করেন না) মাইক ইমাম সাহেবের

মুখের কাছাকাছি থাকে, যখন তিনি সূরা ফাতিহা পড়েন তখন তা শোনা যায়, যখন সূরা ফাতিহা শেষ হয়ে যায় তখন কি মুক্তাদি আমিন বলতে পারবে নাকি পারবে না?

**উওরঃ** বাহারে শরীয়তে রয়েছে, চুপিচাপি নামাযে ইমাম যখন আমিন বলে আর মুক্তাদি তার নিকটে ছিলো আর সে তা শুনলো তখন সেও আমিন বলবে। (বাহারে শরীয়ত, ১/৫২৫) মাইকের মাধ্যমে আওয়াজ পৌঁছা এটা শর্ত নয়, মাইক থাকুক বা না থাকুক ব্যাস ইমাম আমিন বললো, মুক্তাদি (হোক মাইকের মাধ্যমেই) শোনলো তো এখন মুক্তাদির জন্য আমিন বলাটা সুন্নাত।

(মাদানী মুযাকারা, ৬ রমযানুল মোবারক, ১৪৪৪ হিজরী)

## (১০) লিখ রাহাহো নাত সারওয়ার সবজে গুম্বদ দেখ কর

**প্রশ্নঃ** আপনি একটি কালাম লিখেছেন: "লিখ রাহাহো নাত সারওয়ার সবজে গুম্বদ দেখ কর, কেইফ তারি হে কলম পর সবজে গুম্বদ দেখ কর।" এই কালাম কবে লিখেছেন এবং ঐ সময় কি বাহ্যিকভাবে সবজে গুম্বদ আপনার দৃষ্টিতে এসেছিলো?

**উওরঃ** অনেক বছর আগে মদীনা শরীফে সায়্যিদি কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه'র স্থলাভিষিক্ত হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আমাকে কোন এক কাব্য শুনিয়েছিলেন যেটার রদিফ[১] ছিলো "সবজে গুম্বদ দেখ কর" আর বললেন আমার কাছে পূর্বে অমুকের[২] এই কালামটা ছিলো এখন হারিয়ে গেছে। আপনি এই কাব্যের মতোই কোন একটি নতুন কালাম লিখুন, এই প্রেক্ষিতে আমি এই কাব্যের ছন্দে মসজিদে নববী শরীফে বসে বসে এই কালাম লিখার চেষ্টা করেছিলাম, মাস ও বছর স্মরণ নেই এরপর আমি আমার কলম দ্বারা লিখিত কালাম গিয়ে হযরতের দরবারে পেশ করলাম। এর মধ্যে একটি ছোট্ট মজার ঘটনাও ঘটলো, আর তা হলো একজন ইসলামী ভাই যে আমার সাথে ছিলো সে আমার কাছ থেকে এই কালামটি চাইছিলো, এই কালামটি আমাকে দিয়ে দিন। আমি হযরতের কাছে আরজ করলাম যে, এই কালামটি সে চাচ্ছে, হযরত "কেনো দিবেন? বলে, দিতে অস্বীকার করলেন।

(মাদানী মুযাকারা, ৬ রমযানুল মোবারক, ১৪৪৪ হিজরী)

## (১১) সালাতুল লাইল পড়ার সময়

**প্রশ্নঃ** সালাতুল লাইলের নফল কখন পড়বে?

**উওরঃ** বাহারে শরীয়তে রয়েছেঃ রাতে ইশার নামাযের পর যে নফল নামায পড়া হয় তাঁকে সালাতুল লাইল বলা হয়।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৬৭৭, মাদানী মুযাকারা, ১৬ শাওয়াল ১৪৪৪ হিজরী)

## (১২) কাযা নামায বসে পড়া কেমন?

**প্রশ্নঃ** কাযা নামায কি বসে পড়া যায়?

**উওরঃ** ফরয নামায ও বিতিরের কাযা নামায বসে পড়া যায় না তবে শরয়ী অক্ষমতা থাকলে বসে পড়তে পারবে। (বাহারে শরীয়ত, ১/৫১০, ৭০৩, মাদানী মুযাকারা, ৯ শাওয়াল ১৪৪৪ হিজরী)

১. রদিফ ঐ শব্দ যেটা গজল কসীদা ইত্যাদি পংক্তি বা শ্লোকের শেষে কবিতার ছন্দে বারবার আসে। (ফিরুযুল লুগাত উর্দু, ৭৪৮ পৃষ্ঠা)

২. আফসোস! সাগে মদীনা লিখকের নাম ভুলে গিয়েছি।

# বুযুর্গদের স্মরণ

মাওলানা আবু মাজিদ মুহাম্মদ শাহিদ আত্তারী মাদানী

রমযানুল মুবারক ইসলামী বর্ষের নবম মাস। আর এই মাসে যে সকল সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان, আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ الله ও উলামায়ে ইসলামের ওফাত ও ওরস মুবারক রয়েছে, তন্মধ্যে ৯৫ জনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা ১৪৩৮ হিজরি থেকে ১৪৪৪ হিজরি পর্যন্ত রমযানুল মুবারকে প্রকাশিত "মাসিক ফয়যানে মদীনা"য় উল্লেখ করা হয়েছে। আরো ১১জনের পরিচিতি নিচে উল্লেখ করা হলো:

## সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان:

**বুয়াইব যুদ্ধের শহীদগণ:** এই যুদ্ধটি ১৩ হিজরিতে রমযান মাসে হযরত মুসনা বিন হারিসা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ-এর নেতৃত্বে ফুরাত নদীর তীরে কুফা নগরির সন্নিকটে বুয়াইবে সংঘটিত হয়। মুশরিকদের নেতা মেহরান হামদানী নিহত হয় এবং মুসলমানরা একটি গৌরবময় বিজয় লাভ করে। আর এই যুদ্ধে মুসলিম যোদ্ধাতের অসংখ্য যোদ্ধা শাহাদত বরণ করেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫/৯৬। তারিখে তাবারী, ৩/১৫৮-১৬৫, ৮/১৬৬-১৭১)

(১) হযরত মাসউদ বিন হারিসা শাইবানী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বিখ্যাত মুজাহিদ ও পারস্য বিজয়ী হযরত মুসান বিন হারিসা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ-এর ভাই। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আরবের বাহাদুর লোকদের মধ্যে তাঁকে গণনা করা হতো। তিনি সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ-এর খেলাফতকালে তাঁর ভাইয়ের সাথে ইরাকের হিরাতে বসবাস করতেন। তারপর তিনি বাবিলে গিয়ে তার ভাইয়ের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। ১৩ হিজরির রমযানুল মুবারকে বুয়াইবের যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

(আ'লাম লিয যুরকালী, ৭/২১৭। তারিখে তাবরী, ৩/১৫৮-১৬৫)

## আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ الله:

(২) হযরত সৈয়দ আকীল শাহ সমরকান্দি কুকানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৬৫৯ হিজরি শা'বান মাসে সমরকন্দে সৈয়দ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬ই রমযান ৭১১ হিজরিতে নিজ জন্মস্থানে ইন্তিকাল করেন। সেখানেই তাঁর মাজার অবস্থিত। তিনি আমলদার আলিম, কামিল অলি ও কামিল মুর্শিদ ছিলেন। উজবেকিস্তানের কুকান শহরে তিনি বেশ কিছু খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। আর খানকা প্রতিষ্ঠানের কারণে সেখানকার প্রজা ও শাসকরা লাভবান হন।

(তাযকিরায়ে মাশায়েখে কাদেরীয়া ফাযিলিয়া, ১০২-১০৪ পৃষ্ঠা)

(৩) হযরত কুতুবে আলম গিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। তিনি দাদা মিয়া নামেও সমাধিক পরিচিত। ১৩২৭ হিজরিতে ভারতের রাজস্থানের আস্তানায়ে আলীয়া সুজা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মুস্তাজাবুদ দাওয়া, উচ্চ মর্যাদাবান এবং সেই আস্তানার সাজ্জাদানাশিন। তিনি ১৭ই রমযান ১৩৮২ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন।

(তাযকিরায়ে সাদাত লোনি শরীফ ও সুজা শরীফ, ৫০৬,৫৭৩ পৃষ্ঠা)

(৪) বাবাজি সরকার পীর খলিফা জালাল উদ্দিন কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবে হুশিয়ারপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি চক ২৯৭ জেবি, ঝাং রোড তহসিল গোজরা জেলা তৌবা দারুস সালামে ২১ রমযান ১৩৯১ হিজরিতে ওফাত লাভ করেন। সেখানেই তাঁর মাজার অবস্থিত। কাদেরীয়া, কালান্দরিয়ার শায়খে তরিকত, সাহাবা ও আহলে বাইতের তিনি একজন মহান প্রেমিক ও গাউসে পাকের আশিক ছিলেন। (মাহ বিলায়ত পীর জালালউদ্দিন কাদেরী, ৮৬-৯৬ পৃষ্ঠা)

## ওলামায়ে ইসলাম رَحِمَهُمُ اللهُ:

(৫) আদিবুল আসর শায়খ আবু বকর মুহাম্মদ বিন আব্বাস খোয়ারাযমী তাবার খাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রসিদ্ধ মুফাসসির ইমাম জারির তাবারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ-এর ভাগিনা ছিলেন। তাঁর ২০ হাজার পংক্তি মুখস্থ ছিলো। তিনি দীর্ঘকাল সিরিয়ার আলেপ্পোতে অবস্থান করেন। অতঃপর নিশাপুরে চলে আসেন। দিওয়ান আবু বকর খোয়ারাযমী এবং রাসায়িলে খোয়ারাযমী তাঁর স্মরণীয় কিতাব। তিনি ইরানের নিশাপুরে ৩৮৩ হিজরিতে রমযান মাসে ওফাত লাভ করেন।

(সিয়ারে আ'লামিন নুবালাহ, ১২/৫৩৬)

(৬) হযরত শায়খ সৈয়দ মুহাম্মদ শরীফ সানুসি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ১২৬২ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩১৩ হিজরি বা ১৩১৪ হিজরিতে জাগবুব, বারকা প্রদেশ, লিবিয়ায় ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁর পিতা শায়খ কবীর মুহাম্মদ বিন আলী সানুসির পাশে সমাহিত হন। তিনি ছিলেন একাধারে আলিমে দ্বীন, সানুসির সংগঠনের উপদেষ্টা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তাঁর গ্রন্থাগারে আট হাজার কিতাব ছিলো। রমজানের ২৭ তারিখে তাঁর ওরস পালিত হয়।

(তাযকিরায়ে সানুসি মাশাইখ, ৯১ পৃষ্ঠা)

(৭) কাজী মিয়া মুহাম্মদ চিশতী সাবরালভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। ১২৩০ হিজরিতে খুশাব জেলার ওয়াদি সন স্কিসারের মৌজা সাবরালে এক সম্ভ্রান্ত আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৫ রমযান ১৩২৯ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর মাজার শরীফ আস্তানায়ে আলীয়া মুহাম্মদিয়া সিয়ালভিয়া সাবরাল শরীফে অবস্থিত। তিনি ছিলেন একাধারে আল্লামা মুহাম্মদ আলী মাখডাভীর শিষ্য, প্রবীণ আলিমে দ্বীন, শামসুল আরেফীন সিয়ালভির একজন মুরিদ, খলিফা এবং উস্তাদুল উলামা। (ফাওয়ুল মাকাল, ১/৩৮০-৩৮৫)

(৮) শায়খুল কুরা হযরত মাওলানা আবুল ফয়েজ গোলাম মুহাম্মদ খান কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ।

তিনি ১৩৭৩ হিজরিতে লঙ্গার, তহসিল জন্ড, আকট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫ই রমযান ১৪১৯ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। তিনি কুরআনের হাফিজ, ফাযিলে জামেয়া রযবীয়া মাযহারে ইসলাম ফয়সালাবাদ, যুগশ্রেষ্ঠ কারী, অকুতভয় বক্তা। একাধারে তিনি ছিলেন লেখক, দরসে নিযামী, হিফয ও কিরাত বিভাগের শিক্ষক। এমনকি তিনি ছিলেন কাদেরীয়া সিলসিলার মুরিদ এবং তাঁর বড় ভাই মুফতি রিয়াযউদ্দিন রযবীর খলিফা।

(তাযকিরায়ে ওলামায়ে আহলে সুন্নাত জেলা আটক, ৪৭৭-৪৭৯ পৃষ্ঠা)

(৯) মালিকুশ শুয়ারা খাজা আকবর ওয়ারসি মীরাটি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ভারতের মীরাট জেলায়, মৌজা বিজোলিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আরবী, ফার্সি এবং উর্দুতে পারদর্শী ছিলেন। এছাড়া তিনি একজন মহান কবি ছিলেন। হাজী ওয়ারিস আলী শাহ দিওয়া শরীফের নিকট বাইয়াত হন এবং শাবিহে গাউসে আযম শাহ আলী হোসেন আশরাফীর কাছ থেকে খেলাফত লাভ করেন। তাঁর প্রায় ১২টি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে মিলাদে আকবর ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। হাফিজ জলন্ধরী তাঁর ছাত্রদের মধ্যে বিখ্যাত। তিনি ১৩৭২ সালের ৬ই রমযান করাচিতে ইন্তিকাল করেন এবং মিওয়া শাহ কবরস্থানে দাফন হন। (আনোয়ারে উলামায়ে আহলে সুন্নাত সিন্ধ, ১০০-১০৪ পৃষ্ঠা। হায়াত মখদুমুল আওলিয়া, ৩১২ পৃষ্ঠা)

(১০) উস্তাদুল ওলামা হযরত আল্লামা ফতেহ মুহাম্মদ মুহাদ্দিস বাহাওয়ালিংগারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ভাতু পরিবারে ১৩০৪ হিজরিতে হাবিবের বাহাওয়ালনগর জেলার জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৯ রমযান ১৩৮৯ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। তাঁকে জামে মসজিদ ফারুকে আযম, ফাসিল কলোনি, বাহাওয়ালনগর সিটির পূর্বদিকে দাফন করা হয়। তিনি ছিলেন একজন প্রবীণ আলিমে দ্বীন, জামেয়ে মাকুল ও মানকুল, দরসে নিযামীর শিক্ষক, লেখক, চিশতিয়া নিযামীয়া সিলসিলার শায়খে তরিকত, আরবি, ফারসি ও পাঞ্জাবি কবি। তিনি ৫৫ বছরেরও অধিক সময় শিক্ষকতা করেছেন। অনেক ওলামায়ে আহলে সুন্নাত তাঁর শিষ্যত্ব লাভ করেছেন। (তাযকিরায়ে আকবারীন আহলে সুন্নাত, ৩৭১,৩৭২ পৃষ্ঠা)

(১১) উস্তাদুল উলামা আল্লামা গোলাম মুহাম্মাদ তুনসভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আনুমানিক ১৩৫৫ হিজরিতে ডেরা গাজী খান জেলার তুনসা শরীফের নিকট মৌজা সানজার সৈয়দানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬ রমযান ১৪৩৫ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন ওস্তাদুল কুল আল্লামা আতা মুহাম্মদ বান্দিয়ালভীর অন্যতম যোগ্য শিষ্য। যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন ছিলো তাঁর অন্যতম প্রিয় আলোচ্য বিষয়। পাঠদানের প্রতি জন্মগতভাবেই তিনি আকৃষ্ট ছিলেন। পাঠদানের পূর্বে ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়ে অতঃপর তিনি ছাত্রদের পড়াতে যেতেন। আহলে সুন্নাতের আকাবির আলিমগণ তাঁর ছাত্র। তিনি বেশ কিছু মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। শিক্ষকতার সময় বেশ কিছু মাদরাসার প্রধান ও শায়খুল হাদিস পদেও ভূষিত হন। শিক্ষকতার প্রায় ৬৫ বছরে তিনি ৩০টিরও বেশি জ্ঞানের ১০০টিরও অধিক কিতাব পড়িয়েছেন। (ইকরা উয়ুনুল ইকবাল ফি তাযকিরায়ে, ২৫৫ পৃষ্ঠা)

# স্বপ্নের ব্যাখ্যা

মাওলানা আসাদ আত্তারী মাদানী

**স্বপ্নঃ** এক ব্যক্তি জেলে বন্দী আর তার স্ত্রী স্বপ্নে দেখলো যে, সে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ঘরে এসেছে। দুইবার এমন স্বপ্ন দেখলো, দ্বিতীয়বার হোয়াইট স্যুট পরিহিত অবস্থায় ছিলো, এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিন।

**ব্যাখ্যাঃ** আল্লাহ পাক তাকে মুক্তি দান করুন। যখন কারো নিকট আত্মীয় কোন মুছিবতে থাকে তো সেই মুছিবত থেকে মুক্তির খেয়াল অন্তরে থাকে, আর কখনো কখনো সেই খেয়ালই স্বপ্নের আকৃতিতে দেখা যায়। আল্লাহ পাকের সত্তার প্রতি ভালো ধারণা রাখুন এবং দোয়াও করতে থাকুন।

**স্বপ্নঃ** আমার আব্বু মারা গেছে পাঁচ বছর হয়েছে, আমার বোন আমার আব্বুকে স্বপ্নে দেখেছে আর আমার বোনকে বলেছে যে, আমি ওমরা করতে যাচ্ছি আমার সাথে আরো কিছু লোক রয়েছে, দয়া করে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিন।

**ব্যাখ্যাঃ** মৃত ব্যাক্তিকে ভালো অবস্থায় দেখা ভালো। اِنْ شَآءَاللّٰه আপনার আব্বু প্রশান্তিতে রয়েছে তবে তার জন্য দোয়া ও ইসালে সাওয়াব করতে থাকুন।

**স্বপ্নঃ** কারো নিকট আত্মীয় কিছু দিন পূর্বেই মারা গিয়েছে, তার স্ত্রী এখনো ইদ্দতের মধ্যে রয়েছে, প্রথমে কয়েকবার তিনি বা অন্য কেউ তাকে স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি খুব ভালো অবস্থায় রয়েছেন কিন্তু এখন দুই থেকে তিনবার তার স্ত্রী দেখলেন যে, একবার তার মাথা ব্যথা, একবার দেখলেন যে, তিনি ট্রেনে আছেন আর তিনি এক্সিডেন্ট হতে বেঁচে গেলেন কিন্তু কিছুটা আঘাত পেয়েছেন এমনিভাবে তিনি আরেকবার এই ধরনের দেখলেন। আরেকবার দেখলেন যে, ইহরাম পরিহিত অবস্থায়, এর ব্যাখ্যা বলে দিন।

**ব্যাখ্যাঃ** মৃত ব্যক্তিকে ইহরাম অবস্থায় দেখা খুবই মোবারক। অবশ্য মাথা ব্যথা হওয়া ভালো নয়। এই স্বপ্ন ঐ মৃত ব্যক্তির ভালো মন্দ উভয় অবস্থার বর্ননা করছে। আল্লাহ পাকের প্রতি ভালো ধারণা রাখুন যে, যদি কষ্টে থাকেন তবে এখন নিরাপদে রয়েছেন, তবে তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া অবশ্যই করুন এবং ইসালে সাওয়াবও করতে থাকুন।

**স্বপ্নঃ** আমি আজকে একটি স্বপ্ন দেখেছি যে, আমি ও আমার পরিবারের এক লোক একসাথে গাড়িতে সফর করছি, এক জায়গায় ড্রাইবার তার ড্রাইবিং কন্ড্রাক্টরকে দিলো, এর কিছুক্ষণ পর গাড়ি তার থেকে উল্টে গেলো কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমরা সবাই বেঁচে গেলাম, এর ব্যাখ্যা বলে দিন।

**ব্যাখ্যাঃ** এই ধরনের স্বপ্ন দেখার পর নিশ্চিত নয় যে, দূর্ঘটনা হবে। কখনো কখনো এই ধরনের স্বপ্ন শয়তানের কাজের কারণে দেখা যায় তবে অবশ্যই সতর্ক থাকা জরুরী। কোন সফরে রাওয়ানা হলে প্রয়োজনীয়তা পূরণ করুন, দোয়া পড়ুন এবং আল্লাহ পাকের রাস্তায় সদকা করুন اِنْ شَآءَ الله দূর্ঘটনা থেকে নিরাপদ থাকবেন।

**স্বপ্নঃ** আমি স্বপ্ন দেখলাম যে, আমার দাদাজান (যিনি মারা গেছেন ২ বছর হয়ে গেছে) বলছেন যে, আল্লাহ পাকেরও (আল্লাহর পানাহ!) মৃত্যু হয়ে গেছে আর আল্লাহকে কে বানিয়েছে? আমি বললাম এমনটি বলো না কতইনা ভুল কথা বলেছেন, এটা হারাম ও কুফর, এর ব্যাখ্যা বলে দিন।

**ব্যাখ্যাঃ** নিঃসন্দেহে জীবনে এই বাক্য বললে তবে তা কুফরই, তবে স্বপ্নে কারো ব্যাপারে দেখা সেটা ভিন্ন কথা। যেই মুসলমানের ইন্তেকাল ইসলামের উপর হয়েছে তাকে মুসলমান মনে করাটাই জরুরী আর এই ধরনের স্বপ্নের ভিত্তিতে কোন মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে খারাপ ধারণা করা জায়েজ নেই। মনে রাখবেন! কখনো কখনো শয়তানও স্বপ্নে এসে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। সুতরাং এই স্বপ্নের দিকে বেশি মনোযোগ দিবেন না তবে আপনার মৃত দাদার জন্য মাগফিরাতের দোয়া ও ইসালে সাওয়াব অবশ্যই করুন।

**স্বপ্নঃ** স্বপ্নে দূর্গন্ধ পানি দেখা কেমন?

**ব্যাখ্যাঃ** মন্দ। আল্লাহ পাকের দরবারে নিরাপদের দোয়া করুন।

**স্বপ্নঃ** আমার মা মারা গেছেন প্রায় তিন বছর হয়ে গেছে। রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমাদের ফ্যামিলির বাচ্চা পানিতে পড়ে গেছে আর আমার মা তাকে এমনভাবে বাচাচ্ছেন যেমনিভাবে কোন পাখি তার বাচ্চাকে বাঁচায়। এরপর আমার মা মারা গেলেন এবং আমি খুবই কান্না করলাম আর এতো কান্না করলাম যে, যখন জাগ্রত হলাম তখন চোখে পানি ছিলো এবং আমার কান্নার আওয়াজ আমার বাচ্চা শোনেছিলো যে, আপনি ঘুমন্ত অবস্থায় কান্না করেছিলেন, এর ব্যাখ্যা বলে দিন।

**ব্যাখ্যাঃ** আল্লাহ পাক আপনার মা কে ক্ষমা করুন। নিকট আত্মীয় স্বজন দুনিয়া থেকে মারা যাওয়ার পর এই ধরনের স্বপ্ন দেখা এক প্রচলিত বিষয়, যেহেতু মায়ের সাথে সন্তানের এক গভীর সম্পর্ক থাকে এই কারণে তাকে স্বপ্ন দেখা যায়, তবে নিজের মায়ের জন্য দোয়া ও বেশি পরিমাণে ইসালে সাওয়াব করতে থাকুন।

**স্বপ্নঃ** আমি স্বপ্নে রঙ বেরঙের তোতা পাখি উড়তে দেখেছি, দয়া করে এর ব্যাখ্যা বলে দিন।

**ব্যাখ্যাঃ** স্বপ্নে তোতা দেখা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কখনো এটা ছেলে আবার কখনো এটা মেয়ের আলামত হয়ে থাকে। স্বপ্ন দ্রষ্টার ধরন ও অবস্থা ভিন্ন হওয়ার দ্বারা তোতা দেখাটাও ভিন্ন হতে পারে।

**স্বপ্নঃ** স্বপ্নে আসমানে لَآاِلٰہَ اِلَّا اللہ লিখা দেখা কেমন?

**ব্যাখ্যাঃ** ভালো! আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার আলামত। স্বপ্ন দ্রষ্টার উচিত বেশি পরিমাণে আল্লাহ পাকের যিকির করা, যাতে এর বরকত লাভ হয়।

**স্বপ্নঃ** আমি আজ প্রায় ৪টার পরে স্বপ্ন দেখেছি যে, আমি চৌকির উপর আমার ভাইয়ের সাথে বসে আছি, সে আমাকে বলছে যে, তুমি খুব ভালো একটা উপহার পাবে, আমি বললাম, কেমন উপহার? বললো এখনি চাও তখন আমি বললাম জ্বি হ্যাঁ। আমার ভাই বললো ঠিক আছে তাহলে। আমি কালেমা পড়তে লাগলাম এখনো অর্ধেক কলেমা পড়েছি আমি উঠে গেলাম আর আমার এমন লাগলো যেনো আমি মারা যাচ্ছি।

**ব্যাখ্যাঃ** এই ধরনের স্বপ্ন দেখার কারণে দুশ্চিন্তা না করা উচিত, বিভিন্ন ধরনের চিন্তাই এই ধরনের স্বপ্ন দেখার কারণ হয়, নিজের প্রশান্তির জন্য আল্লাহ পাকের রাস্তায় কিছু সদকা করে দিন এবং নেক হায়াত বৃদ্ধির জন্য দোয়া করুন।

**স্বপ্নঃ** যদি স্বামী স্বপ্ন দেখে যে, তার স্ত্রীর পিছনে প্রেতাত্মা দৌড়াচ্ছে এবং স্বামী স্ত্রীকে তার থেকে বাঁচাচ্ছে, আর এই ধরনের একই যদি স্বপ্ন স্ত্রী দেখে তবে এর ব্যাখ্যা কি?

**ব্যাখ্যাঃ** অহেতুক স্বপ্ন, এর দিকে মনোযোগ দিবেন না, এই ধরনের স্বপ্ন নিজের দুশ্চিন্তার কারণেই দেখতে পায়, চিন্তা করবেন না আল্লাহ পাকের দরবারে নিরাপদের দোয়া করুন।

**স্বপ্নঃ** আমি স্বপ্নে দেখছি যে, আমি কবর স্থানে গিয়েছি, সেখানে একটি কবর খুলে গেলো আর সেখান থেকে একজন বাবা বের হলো যে মৃত ছিলো কিন্তু তার চোখ লাল ছিলো, অতঃপর সে কথা বলতে লাগলো আমি তার নিকটে গেলাম এবং আমি তাকে বললাম, আপনি আমার জন্য দোয়া করবেন? তিনি বললেন হ্যাঁ, আমি বললাম আমার পরিবার যেনো হজ্জ ও ওমরা করে, তিনি দোয়া করলেন এবং আমি বললাম আমি আলিম হবো, অতঃপর তিনি দোয়া করে দিলেন, এর ব্যাখ্যা বলে দিন।

**ব্যাখ্যাঃ** বাবা দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য কি স্পষ্ট নয়। হজ্জ করা আর আলিমে দ্বীন হওয়া নিঃসন্দেহে খুবই উর্চ্চ ফযীলত পূর্ণ কাজ, এর জন্য উপকরন অবলম্বন করুন এবং আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়াও করতে থাকুন।

**স্বপ্নঃ** আমি স্বপ্নে হযরত বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর মাজার শরীফ দেখেছি। এর চারদিকে পানি আর পানি ছিলো যেনো জোয়ার এসেছে কিন্তু লোকেরা এতে আনন্দ খুশিতে ঘুরাফেরা করছে যেনো মেলা বসেছে, এর ব্যাখ্যা বলে দিন।

**ব্যাখ্যাঃ** ভালো স্বপ্ন, বুযুর্গদের বরকত পাওয়ার আলামত।

**স্বপ্নঃ** আমি এই সপ্তাহে তিনবার এই স্বপ্ন দেখেছি যে, আমার বিবাহ হচ্ছে, এর ব্যাখ্যা কি বলে দিন।

**ব্যাখ্যাঃ** যার বিবাহ হয়নি তার জন্য অতি শীঘ্রই বিবাহ করার সংবাদ আর অধিকাংশ বিবাহিতদের জন্য কোন আনন্দের সংবাদ পাওয়ার আলামত।

# কাউকে উপহাস করবেন না

দাওয়াতে ইসলামীর মারকাযী মজলিশে শূরার নিগরান মাওলানা মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী

পৃথিবীতে এমন অসংখ্য মানুষ রয়েছে যারা সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজ উদ্যোগে কাজ করে থাকেন। আর এর জন্য অনেক বক্তৃতা দেয়া হয় এবং প্রবন্ধও লেখা হয়। কিন্তু ইসলাম ধর্ম সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার যে দিক-নির্দেশনা ও নিয়ম-নীতি প্রদান করেছে,তার দৃষ্টান্ত স্বতন্ত্রই। অতএব আপনি যদি পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ মুছে ফেলতে চান, দাঙ্গা-হাঙ্গামা এড়িয়ে চলতে চান, ঘরে ও বাইরের পরিবেশ শান্তপূর্ণ দেখতে চান, সমাজকে ভালবাসার রঙে রাঙিয়ে দিতে চান, তবে এর জন্য ইসলামের প্রদত্ত প্রশিক্ষণের মাদানী ফুলগুলো অবশ্যই আপনাকে অনুসরণ করতে হবে। আমাদের সমাজের একটি দুর্বল দিক হল "উপহাস করা"।

কাউকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করা এবং বিদ্রুপ করার মতো অপছন্দনীয় কাজ থেকে নিষেধ করতে গিয়ে **আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:**

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَ لَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ, না পুরুষ পুরুষদের বিদ্রুপ করবে; এটা বিচিত্র নয় যে, তারা ওই বিদ্রুপকারীদের চেয়ে উত্তম হবে;

এবং না নারীগণ নারীদের (বিদ্রুপ করবে); এটাও বিচিত্র নয় যে, তারা এই বিদ্রুপকারীনীদের চেয়ে উত্তম হবে। (পারা ২৬, সূরা হুজরাত, আয়াত ১১)

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কেউ ধনী হলে সে গরিবকে, উচ্চ বংশের হলে নিচু বংশের লোককে, সুস্থ হলে প্যারালাইসিস ব্যক্তিকে এবং চোক্ষুস্মান হলে অন্ধ ব্যক্তিকে নিয়ে ঠাট্টা করো না, হতে পারে তারা তোমাদের চেয়ে সততা ও আন্তরিকতায় ভালো। (তাফসিরে সিরাতুল জিনান, ৯/৪২৫)

আল্লাহর শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কারো সাথে এমনভাবে ঠাট্টা করা, যাতে সে কষ্ট পায়, তা থেকে আমাদের নিষেধ করেছেন। এ মর্মে তিনি ইরশাদ করেন: لَا تُمَارِ اَخَاكَ وَلَا تُمَازِحْهُ অর্থাৎ তোমার তোমাদের ভাইয়ের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করো না এবং না তাকে নিয়ে উপহাস করো। (তিরমিযী, ৩/৪০০, হাদিস ২০০২) হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: এমনভাবে উপহাস করা যার দ্বারা সম্মুখ ব্যক্তি কষ্ট পায় তা সর্বাবস্থায় হারাম। এই হাদিস দ্বারা এটাই বোঝানো হয়েছে। কেননা মুসলমানের মনে কষ্ট দেয়া হারাম। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৫০১)

মনে রাখবেন কিতাব সমূহে যেভাবে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, ব্যভিচার ও মদপান করাকে শিরকের পর সবচেয়ে বড় গুনাহ বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে মানুষকে উপহাস করার কথাও বলা হয়েছে। (আয যাওয়াজির, ২/১৮৮। ফয়যুল ক্বাদীর, ৬/৫২৪, ৯৮০৩ নং হাদীসের পাদটীকা) হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আল্লাহ পাকের নিকট শিরকের পর সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো কাউকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৪/৫৪, হাদিস ৪৭২১)

## উপহাস করার শরয়ী বিধান:

উপহাস করার শরয়ী বিধান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: কাউকে অপমানিত বা লাঞ্ছিত করার জন্য ভাষা বা অঙ্গভঙ্গি বা অন্য কোনো উপায়ে উপহাস করা হারাম ও গুনাহ। কেননা করে এতে একজন মুসলমানকে অবমাননা করা হয় এবং তার মনে আঘাত দেয়া হয়। আর কোনো মুসলমানকে অপমান করা এবং কষ্ট দেয়া শরীয়তে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আর তা জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। (জাহান্নামকে খাতরাত, ১৭৩ পৃষ্ঠা) আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে হাসি-ঠাট্টা করা জায়িয, তবে এর মাধ্যমে কারো মনে আঘাত দেয়া, ক্ষতি করা কিংবা মিথ্যা বলা উচিত নয়। কিছু মানুষ ঠাট্টার ছলে অপরের মনে আঘাত দেয় আর সম্মুখ ব্যক্তি সম্মান রক্ষার্থে হাসতে থাকে। মনে রাখবেন, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকেও আনন্দ করার বিষয়টি প্রমাণিত। কিন্তু তাঁর আনন্দ করা ছিলো কারো মনে আঘাত দেয়া, ক্ষতি করা ও মিথ্যা মুক্ত। ঠাট্টা করতে গিয়ে এসব কিছু থেকে এড়িয়ে চলা খুবই কঠিন। তাই আমাদের জন্য বিরত থাকাই ভালো। এছাড়াও ধার্মিক ব্যক্তিদে ঠাট্টা-বিদ্রুপ থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়, বিশেষ করে

জনসম্মুখে। কারণ এতে করে মানুষ তার কথার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং তার জ্ঞান থেকে উপকৃত হতে পারে না।

(মাদানী মুযাকারা, ১০ রবিউল আউয়াল, ১৪৪২ হিজরি)

ত্রুটি দুই ধরনের হতে পারে, অস্থায়ী ত্রুটি ও দীর্ঘস্থায়ী ত্রুটি। অস্থায়ী ত্রুট হলো: কারো পোশাক অনুন্নত হওয়া, চুল এলোমেলো হওয়া কিংবা দরিদ্র্য হওয়া। আমাদের মধ্যে এই অস্থায়ী ত্রুটিগুলো নিয়েও অনেকে উপহাস করা। আর দীর্ঘস্থায়ী ত্রুটি হলো: কারো হাত না থাকা, পা না থাকা, অন্ধ হওয়া, কালো, খাটো ইত্যাদি। আমাদের মধ্যে অনেকে এগুলো নিয়েও উপহাস করে। আর এই উপহাস করা এমন একটি ঘৃণ্য স্বভাব যা মানুষের অন্তর আঘাত করে অন্তরকে ভেঙে দেয়। ভালবাসার পরিবর্তে ঘৃণার বীজ বপন করে, ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে দাড় করিয়ে দেয়, আপন মানুষকে পর মানুষে পরিণত করে এবং শ্রদ্ধার মনোভাবকে হত্যা করে। সাধারণত আমরা যাদের নিয়ে উপহাস করি, তারা হয়তো আমাদের অধীনস্থ কিংবা আমাদের চেয়ে দুর্বল। আমাদের অধীনস্থ কিংবা আমাদের চেয়ে দুর্বল হওয়ার কারণে তাদের নিয়ে উপহাস করার পরও তারা আমাদের কিছু বলার সাহস পায় না, জোরপূর্বক বাহ্যিকভাবে আমাদের সম্মান করে। যখন তাদের ধৈর্য্যের সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন তারা কী করতে পারে শুনুন, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: খারাদারের একটি ঘটনা। সেই এলাকার এক বাসিন্দা আমাকে এই ঘটনাটি বলেছিল। এলাকার এক বদমাশ লোক জনসম্মুখে একটি ছেলেকে নিয়ে ঠাট্টা করতো। সে ভয়ে তার সামনে কিছু বলতো না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে অনেক জ্বলতো। অনুরূপ আরেকদিন যখন সেই বদমাশ লোকটা তার নাম বিকৃত করে ঠাট্টা করলো তখন সে রাগে ছটফট করছিল এবং এই বিষয়টি সে খুবই গুরুতর হিসেবে নিয়ে নেয়। কাজেই সেই ছেলেটি কোথা থেকে একটি পিস্তল নিয়ে এসে সুযোগ বুঝে বখাটেকে হত্যা করে কোথাও পালিয়ে যায়।

(মাদানী মুযাকারা, ২ই রমযান ১৪৪১)

আর যদি যাকে নিয়ে আমরা উপহাস করি, সে পার্থিব দিক থেকে আমাদের সমপর্যায়ের হয়, তাহলে তো সে সুযোগ পেলেই আমাদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করবে এবং ক্ষেত্র বিশেষ জনসমাবেশে বা অধীনস্থদের সামনে আমাদের সম্মানের জানাযা বের করে দিবে। আমরা সাধারনত আমাদের চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের লোকদের উপহাস তাদের অগোচরে করি, যা গীবত বলে বিবেচিত। পরে এই বিষয়টি যখন সে জানতে পারে, তখন সে অন্তরেও আঘাত পায়। সুতরাং গীবতের পাশাপাশি অন্তরে আঘাত দেয়ার গুনাহও আমাদের আমলনামায় অন্তর্ভুক্ত হয়।

সকল আশিকানে রাসূলের নিকট আমার আকুল আবেদন! নিজের পার্থিব সাময়িক আনন্দের জন্য কাউকে ভাষা, অঙ্গভঙ্গি বা অন্য কোনোভাবে উপহাস করবেন না। মহান আল্লাহ পাক দ্বীন ইসলামের বিধি-বিধানের ওপর যথাযথ আমল করার তৌফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

# সম্মানিত অতিথিদের স্বাগতম

*আদনান আহমেদ*

শুক্রবার হলো সাপ্তাহিক ছুটির দিন। তাই ছোট মিয়া ফজরের নামাজ পড়ে দীর্ঘ সময় ঘুমিয়ে ছিল। যখন ঘুম ভাঙলো তখন তার মনে হলো ঘরে কোনো কিছুর সাউন্ড হচ্ছে এবং কথা বলার মৃদু শব্দ কানে ভেসে আসছে। পেরেশান হয়ে ঘরের বাইরে গিয়ে দেখেন, আম্মিজান সোফা সরিয়ে এর পিছনে পরিষ্কার করছেন। ছোট মিয়া যখন আরও মনোযোগ দিয়ে তাকাল, তখন দেখল আরও বেশ কিছু আসবাব পত্র স্ব স্ব জায়াগা থেকে সরানো হয়েছে। এখন ছোট মিয়া বুঝে গেলো, যে সাউন্ডের কারণে তার ঘুম ভেঙেছে সেই সাউন্ড আসবাবপত্র এদিক-সেদিক সরানোর আওয়াজ ছিলো। ছোট মিয়া নাস্তা শেষ করে সোজা দাদী জানের ঘরে চলে গেলো।

ছোট মিয়া: দাদী জান, আজ সকাল সকাল বাড়িতে কী হচ্ছে?

দাদী জান: দাদুভাই, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চলছে, যা খুবই ভালো।

ছোট মিয়া: দাদী জান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা তো প্রতিদিনই হয়। তবে আজকে কেন এই বিশেষভাবে পরিষ্কার করা হচ্ছে, বাড়িতে কি কোনো মেহমান আসছে?

দাদীজান: হ্যাঁ, বাড়িতে একজন মেহমান আসছে আর তাকে ওয়েলকাম জানানোর প্রস্তুতি চলছে।

ছোট মিয়া: তারা কারা? আমাকে তো কেউ কিছু বলেনি।

দাদীজান: দাদুভাই, এমন বিশেষ কিছু মেহমান রয়েছে, তাদের ব্যাপারে আমাদের নিজেদের খেয়াল রাখতে হয় যে,তারা মেহমান হয়ে কবে আমাদের ঘরে আসবে।

ছোট মিয়া: দাদী, এখন তো বলে দিন, সেই মেহমান কে? আমি অস্থিরতা বোধ করছি।

দাদীজান: আমার প্রিয় দাদুভাই, সেই প্রিয় অতিথি হলো "বরকতময় রমজান মাস" যা আর মাত্র কয়েকদিন পরই আমাদের

কাছে আসতে যাচ্ছে। পবিত্র রমজান মাসের নাম শুনতেই ছোট মিয়া আনন্দে লাফিয়ে উঠল এবং বলতে লাগল: আহ, এইবার তো অনেক মজা হবে, সাহরী আর ইফতারের সময় ঘর জাঁকজমকপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং সুস্বাদু খাবার থাকবে। কিন্তু দাদীজান এটা বলুন, রমজান মাসের সাথে ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কী সম্পর্ক রয়েছে?

দাদীজান: মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলতেন: যেই মাসে সেই পবিত্র মাসকে স্বাগতম যেটা আমাদেরকে পবিত্রকারী। (ফয়যানে রমজান, পৃষ্ঠা: ৩৫) এই পবিত্র মাস যেহেতু আমাদের পবিত্র করে সুতরাং আমাদেরও উচিত এই পবিত্র মাসের আগমনের পূর্বেই নিজেদের ঘর-বাড়ি পরিষ্কার করে নেয়া। যাতে আরও মনোযোগ সহকারে নামাজ ও তিলাওয়াত করা যায় এবং আনন্দের সাথে রোজা রাখা যায়। আর এই দেখ, আমার হাতে কী কিতাব? এটি আমাদের মুর্শিদ আমীর আহলে সুন্নাত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মাদ ইলইয়াস কাদরী সাহেবের লিখিত কিতাব "ফয়যানে সুন্নাত"। এতে এইমাত্র আমি একটি হাদিস পড়েছি। আমি তোমাকেও শুনাচ্ছি । আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: বরকত বিশিষ্ট রমজান মাস চলে এসেছে। আল্লাহ পাক এর রোজাসমূহ তোমাদের উপর ফরজ করেছেন। এই মাসে আসমানের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। সেই সাথে বিতাড়িত শয়তানদের বন্দী করে রাখা হয়। এই মাসে একটি রাত আছে যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম, যে এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয় সে পরিপূর্ণই বঞ্চিত। (নাসাঈ, পৃ ৩৫৫, হাদীস: ২১০৩ - ফয়যানে রমজান, পৃ ৫৬) অন্য এক জায়গায় এই হাদিসে পাক লেখা রয়েছে: নিশ্চয়ই, বছরের শুরু থেকে পরবর্তী বছর পর্যন্ত রমজানের জন্য জান্নাত সুসজ্জিত করা হয়। (শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩১২, হাদিস: ৩৬৩৩- ফয়যানে রমজান, পৃ. ৩১) ছোট মিয়া আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো: জান্নাতও কি সুসজ্জিত করা হয়?

দাদী জান: হ্যাঁ, দাদুভাই। ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখা মাত্রই পরবর্তী রমজানের জন্য জান্নাতের সাজসজ্জাকরণ আরম্ভ হয়ে যায়। আর ফেরেশতারা সারা বছর তা সাজাতে থাকে। জান্নাত তো এমনিতেই সুসজ্জিত, তারপরও যদি তা সাজানো হয় এবং সজ্জিতকারী যদি ফেরেশতা হয়, তবে এর সাজসজ্জাটা কেমন হবে? আমরা এ বিষয়টা কল্পনাও করতে পারব না। দাদীর কথা শেষ হলে ছোট মিয়া বলে উঠল, ঠিক আছে দাদী, তাহলে আমি এখনই আম্মুর সাথে মিলে তাঁর কাজে সাহায্য করি,যাতে মেহমানকে স্বাগত জানানোর ক্ষেত্রে আমারও ভূমিকা থাকে। দাদীজান আদর করে ছোট মিয়াকে জড়িয়ে ধরে বল্লেন: যাও দাদুভাই। ছোট মিয়া যেতে যেতে তার মিষ্টি কণ্ঠে পড়তে শুরু করে:

মারহাবা সদ মারহাবা ফির আ'মদে রমযান হে,
খিল উঠে মুরঝায়ে দিল তাজা হুয়া ঈমান হে।
আগেয়া রমযা ইবাদত পর কমর আব বান্ধ লো,
ফয়েজ লে লও জলদ কেহ দিন তিছ কা মেহমান হে।
ইয়া ইলাহী তু মদীনে মে কাভি রমযা দিখা,
মুদ্দতো সে দিল মে ইয়ে আত্তার কে আরমান হে ।

# ফিলিস্তিন

মাওলানা আসিফ ইকবাল আত্তারী মাদানী

(১) নাবলুস: জনসংখ্যার দিক থেকে এটি ফিলিস্তিনের বৃহত্তম শহর এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এটি ফিলিস্তিনি বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর প্রধান সদর দফতর। এটি উত্তর পশ্চিম তীরের কেন্দ্র। এটির অন্যান্য নামও রয়েছে যেমন জাবলুন নার, দামেস্কে সুগরা (ছোট), আলেমদের নিবাস এবং ফিলিস্তিনের মুকুটহীন রানী।

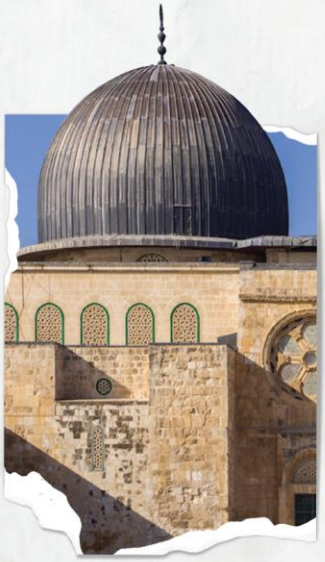

নাবলুস ফারুকে আযমের শাসনামলে বিজয় হয়। কাইসারিয়া বিজয়ের সংবাদ শুনে পার্শ্ববর্তী শহর রামাল্লা, আক্কা, আসকালান, গাজা, নাবলুস, তাবরিয়া, বৈরুত, জাবলা ও লাজাকিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা হযরত আমর ইবনুল আস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ'র নিকট এসে জিযিয়া কর প্রদানের চুক্তি সম্পাদন করে। এভাবেই এই সমস্ত এলাকাও একত্রে বিজয় হয়। (ফুতুহুশ শাম, ২/৩২)

নাবলুসের একটি শহরের নাম সিলন। যেখানে মসজিদে সাকিনা অবস্থিত। কথিত আছে, এটি ছিলো হযরত ইয়াকুব عَلَیۡہِ السَّلَام এর বাসস্থান। এখান থেকেই হযরত ইউসুফ عَلَیۡہِ السَّلَام র ভাইয়েরা তাকে নিয়ে গিয়ে কূপে ফেলে দিয়েছিল। কূপটি সঞ্জল নামক শহরের পাশেই ছিলো, লোকেরা সেই কূপটিকে যিয়ারতের স্থান বানিয়ে নিলো। (আহারুল বিলাদ ওয়া আখবারুল ইবাদ, ২০৫: পৃষ্ঠা) অধিকাংশ আলেমের মতে, এখানেই আসমান থেকে মায়েদা (অর্থাৎ, দস্তরখানা) নাযিল হয়েছিল। (মুজামুল বালদান, ৩/১০৭) নাবলুস একটি অত্যন্ত জনবহুল এলাকা। এখান থেকে মুসলিম বিশ্বের মহান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়েছিল। যেমন: আরিফ বিল্লাহ ইমাম আব্দুল গনি নাবলুসী হানাফী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ যার বৈজ্ঞানিক ও গবেষণার কৃতিত্ব বিশ্বব্যাপী সমাদৃত।

(২) রামাল্লা: রামাল্লা ফিলিস্তিনের একটি বিখ্যাত শহর, গঠনে সুন্দর, মনোরম পরিবেশ, এটি অনেক ছোট ছোট গ্রাম নিয়ে গঠিত, এটি একটি ভালো ব্যবসায়িক শহর, এখানকার বাড়ি

গুলি প্রশস্ত, মসজিদ গুলি সুন্দর, রাস্তা গুলি চওড়া, এটি পাহাড় ও সমুদ্রের কাছেই অবস্থিত। (আহসানুত তাক্বাসিম ফি মারিফাতিল আক্বালিম,: ১৬৪ পৃষ্ঠা সংগৃহীত) রামাল্লা প্রাচীন শহরগুলির মধ্যে অন্যতম, এ শহরও ফারুক আযমের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ শাসনামলে হযরত আমর বিন আসের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হাতে বিজয় হয়েছিলো। ইবনে রাসলান নামের বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত আহমদ বিন হুসাইন বিন হাসান শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ 'র জন্মস্থানও রামাল্লায়। যার মাযারে পাকে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয়। (আল মুজামুল মুআল্লিফিন, ১/১২৮) তৎকালীন সময়ের হানাফী মাযহাবের শাইখ, ফাতাওয়ায়ে খাইরিয়্যার (الفتاوى الخيرية لنفع البرية) প্রবর্তক, ইমাম, মুহাদ্দিস, মুফাস্সির আল্লামা খাইরুদ্দিন আহমদ বিন আলী হানাফী রামাল্লী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ও এ শহরের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। (মুজামুল মাতবুয়াতি আল আরাবিয়াতি ওয়াল মা'রিফাতি, ২/৯৫১)

(৩) আসকালান: ফিলিস্তিনের আশেপাশে সিরিয়ার বিখ্যাত উপকূলীয় শহর হচ্ছে আসকালান। যাকে তার সৌন্দর্যের কারণে "আরোসুশ-শাম অর্থাৎ, সিরিয়ার বধু" বলা হতো। এটি এখন ফিলিস্তিনের একটি আবাসিক এলাকা, হযরত ফারুকে আযমের শাসনামলে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কর্তৃক শহরটি বিজয় হয়েছিল। তারপর ৫৪৮ হিজরীতে ফিরিঙ্গিরা এটি দখল করে নেয়। (আছারুল বিলাদ ওয়া আখবারুল ইবাদ, ২২২ পৃষ্ঠা) এ শহরের ফযীলত সম্পর্কে একটি হাদীসে পাকও বর্ণিত আছে, রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, عسقلان احدى العروسين يبعث منها يوم القيٰمة سبعون الفا لاحساب عليهم অর্থাৎ, আসকালান দুই বধুর অন্যতম। কিয়ামতের দিন এখান থেকে ৭০,০০০ লোক উঠবে যাদের কোনো হিসাব নেয়া হবে না। (মুসনাদে আহমদ, ২১/৬৫, হাদীস নং : ১৩৩৫৬) বিপুল সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনে ইজাম এখানে তাশরিফ রেখেছেন। অনেক মুহাদ্দিস এখানে হাদীসের দরস দিতেন, হযরত সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ৫৮৩ হিজরীতে এ শহরকে ক্রুসেডারদের হাত থেকে মুক্ত করেন।

# মাকতাবাতুল মদীনায়

## পাওয়া যাচ্ছে

# ফয়যানে রমযান




মূল্য মাত্র 200 টাকা

**সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী**
**১৪৪৫ হিঃ/ ২০২৪ ইং চট্টগ্রাম।**

| বার | রমজান | মার্চ | সেহরির শেষ সময় | ইফতার | বার | রমজান | মার্চ/এপ্রিল | সেহরির শেষ সময় | ইফতার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মঙ্গল | ১ | ১২ | ৪:৪৫ | ৬:০৪ | বুধ | ১৬ | ২৭ | ৪:৩০ | ৬:১০ |
| বুধ | ২ | ১৩ | ৪:৪৪ | ৬:০৪ | বৃহস্পতি | ১৭ | ২৮ | ৪:২৯ | ৬:১১ |
| বৃহস্পতি | ৩ | ১৪ | ৪:৪৪ | ৬:০৫ | শুক্র | ১৮ | ২৯ | ৪:২৮ | ৬:১১ |
| শুক্র | ৪ | ১৫ | ৪:৪৩ | ৬:০৫ | শনি | ১৯ | ৩০ | ৪:২৭ | ৬:১১ |
| শনি | ৫ | ১৬ | ৪:৪২ | ৬:০৬ | রবি | ২০ | ৩১ | ৪:২৬ | ৬:১১ |
| রবি | ৬ | ১৭ | ৪:৪১ | ৬:০৬ | সোম | ২১ | ১ | ৪:২৪ | ৬:১২ |
| সোম | ৭ | ১৮ | ৪:৪০ | ৬:০৭ | মঙ্গল | ২২ | ২ | ৪:২৩ | ৬:১২ |
| মঙ্গল | ৮ | ১৯ | ৪:৩৯ | ৬:০৭ | বুধ | ২৩ | ৩ | ৪:২৩ | ৬:১৩ |
| বুধ | ৯ | ২০ | ৪:৩৭ | ৬:০৭ | বৃহস্পতি | ২৪ | ৪ | ৪:২২ | ৬:১৩ |
| বৃহস্পতি | ১০ | ২১ | ৪:৩৬ | ৬:০৮ | শুক্র | ২৫ | ৫ | ৪:২১ | ৬:১৩ |
| শুক্র | ১১ | ২২ | ৪:৩৫ | ৬:০৮ | শনি | ২৬ | ৬ | ৪:১৯ | ৬:১৪ |
| শনি | ১২ | ২৩ | ৪:৩৪ | ৬:০৯ | রবি | ২৭ | ৭ | ৪:১৮ | ৬:১৪ |
| রবি | ১৩ | ২৪ | ৪:৩৩ | ৬:০৯ | সোম | ২৮ | ৮ | ৪:১৮ | ৬:১৪ |
| সোম | ১৪ | ২৫ | ৪:৩২ | ৬:০৯ | মঙ্গল | ২৯ | ৯ | ৪:১৭ | ৬:১৪ |
| মঙ্গল | ১৫ | ২৬ | ৪:৩১ | ৬:১০ | বুধ | ৩০ | ১০ | ৪:১৬ | ৬:১৪ |

**সেহরি ও ইফতারে যোগ করতে হবে**

- ঢাকা- ৫ মিনিট। • রংপুর, খুলনা, বরিশাল- ৯ মিনিট।
- রাজশাহী, দিনাজপুর- ১১ মিনিট। • নীলফামারী- ১০ মিনিট।
- সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ফেনী- ১ মিনিট।

## মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা


**হেড অফিস:** ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৫৪-১১২৭২৬

**ঢাকা শাখা:** ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

**চট্টগ্রাম শাখা:** আল-মারকাজ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৫৪০০৫৯৩

**কুমিল্লা শাখা:** কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

**সৈয়দপুর শাখা:** পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ সংলগ্ন, সৈয়দপুর, নীলফামারী। ০১৮৭৬৮৫৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net


01180595